জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম

[প্রথম খণ্ড]

মূল
ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রহ.

তাহকিক
শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.

অনুবাদ
সাদিক ফারহান

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ১১
ভূমিকা ১৫

হাদিস নং - ১ ..... ২২
- একটি হাদিস একটি মূলনীতি ২৩
- আমলের শুদ্ধতার জন্য নিয়ত জরুরি ২৫
- নিয়ত মানে ইচ্ছা ও ইরাদা ২৭
- আমল কখন মাকবুল হয় ৩৯
- দুনিয়ার জন্য হিজরত ৪১
- বান্দার সব আমলই হিজরত ৪৪
- গাইরুল্লাহর জন্য আমল করা নিষিদ্ধ ৫২
- জাগতিক উদ্দেশ্যে জিহাদ ৫৭
- ফুকাহাদের ভাষায় নিয়তের মর্ম ৬১
- পবিত্রতার ক্ষেত্রে নিয়তের শর্ত ৬৭
- মুখে নিয়ত করা কি জরুরি ৭৩

হাদিস নং - ২ ..... ৭৫
- ইসলাম আগে না-কি ইমান ৮১
- ইমান বলতে কী বুঝি ৮৬
- তাকদিরের প্রতি ইমানের স্তর ৮৮
- আমল কি ইমানের অন্তর্ভুক্ত ৮৯
- ইমান ও ইসলাম কি আলাদা ৯৪
- আমল ত্যাগকারী কি কাফির ১০০
- শাহাদাত কি জবানে বলতে হয় ১০৪
- আমল—ইমান ও ইসলাম দুইয়েরই দাখিল ১০৭
- ইহসানের পরিচয় ও গুরুত্ব ১২৪

- তিনি তোমাকে দেখছেন ১৩০
- পরকালের ইলম কেবলই আল্লাহর ১৪২
- নবিজির জবানে কিয়ামতের আলামত ১৪৪

হাদিস নং - ৩ ..... ১৫৪
- ইসলাম পাঁচ আমলে নির্ভর..... ১৫৪
- ইমানের সংজ্ঞার্থ ও তুলনা..... ১৬৩
- জিহাদ কেন মূল আমল নয় ১৬৫

হাদিস নং - ৪ ..... ১৬৬
- আমরা কীভাবে সৃষ্টি হলাম ১৬৭
- রুহ আসার পূর্বেই সাত স্তর পার ১৭২
- ভ্রূণে কখন মাংস আসে..... ১৭৪
- ভ্রূণ কখন পরিপূর্ণ আকৃতি পায়..... ১৮২
- বিবিধ বক্তব্য ও সরল সমন্বয়..... ১৯১
- তাকদির লেখার কাজ হয় কখন..... ১৯৩
- জান্নাত ও জাহান্নামবাসীর আমল ১৯৮
- বাহ্যিক আমল বান্দার পরিণতি নির্ধারণ করে না..... ২০৪

হাদিস নং - ৫ ..... ২০৯
- বিদআত চেনার মূলনীতি ২১০
- আমল হতে হবে শরিয়াহভিত্তিক..... ২১২
- কিছু বিদআত : বয়ান ও ইখতিলাফ ২১৬
- লেনদেন : ইবাদতের দ্বিতীয় ধাপ ২১৮

হাদিস নং - ৬ ..... ২৩৭
- শতভাগ হালাল কিছু জিনিস উল্লেখ করছি..... ২৩৮
- শতভাগ হারাম কিছু জিনিস..... ২৩৯
- সন্দেহজনক কিছু কাজের উদাহরণ..... ২৩৯

হাদিস নং - ৭ ..... ২৭৫
- নসিহতের গুরুত্ব : হাদিসের আলোকে..... ২৭৭
- আল্লাহর কিতাবের প্রতি নসিহত ২৮৩

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নসিহত.....২৮৪
- মুসলিম নেতাদের প্রতি নসিহত.....২৮৪
- সাধারণ মুসলিমদের প্রতি নসিহত.....২৮৫

হাদিস নং ৮.....২৯০
- কালিমায়ে তাওহিদ : মানবতার রক্ষাকবচ.....২৯৩
- একটি ভুল ধারণার অপনোদন.....২৯৬
- আবু বকর ও উমরের বিতর্ক.....২৯৯
- জাকাত না দিলে কাউকে হত্যা করা হবে?.....৩০৪

হাদিস নং - ৯ ..... ৩০৯
- অন্তিম সময়ের ফিতনা: হাদিসের আলোকে.....৩২৪
- সারকথা ৩৩৪
- নেককার লোকদের বক্তব্য ৩৩৬
- তাহারাত..... ৩৪০
- সালাত..... ৩৪০
- সাদাকাতুল ফিতর.....৩৪১

হাদিস নং - ১০ .....৩৪২
- 'আল্লাহ তাআলা পবিত্র; পবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন' ৩৪৩
- হারাম দেহের ইবাদত কবুল হয় না ৩৪৯
- হারাম সম্পদের দান ৩৫৪
- দুআ কবুলের কারণ ও বাধা..... ৩৫৯
- দুআর সময় হাত কীভাবে তুলব..... ৩৬২
- কোন ভঙ্গিটি সর্বোত্তম ৩৬৩
- আল্লাহর রুবুবিয়তের স্মরণ ৩৬৪
- কীভাবে তার দুআ কবুল হবে ৩৭০

হাদিস নং - ১১ ..... ৩৭৩
- সন্দেহ নয়, নিশ্চয়তাকে প্রাধান্য দিন ৩৭৫
- অযথা সন্দেহ পরিত্যাজ্য..... ৩৭৮
- সন্দেহজনক বিষয়গুলো এড়িয়ে চলে কারা ৩৮০
- নেক মানে প্রশান্তি, বদ মানে অস্বস্তি..... ৩৮১

হাদিস নং - ১২ ..... ৩৮৫
- চার হাদিস আখলাকের মূল ৩৮৭
- অনর্থক মগ্নতা মুমিনের কাজ নয় ৩৮৭
- অযথা প্রশ্ন মাহরুমির কারণ ৩৯৫
- বিশ্বাসগত উন্নয়নের সোপান ৩৯৮
- পাপ হয়ে যায় হাসানাত ৪০৩

হাদিস নং - ১৩ ..... ৪১১
- ইমান নেই মানে কী ৪১১
- ভাইয়ের জন্যও তা, নিজের জন্য যা ৪১৩
- দ্বীনি ফজিলত হারাতে দেবেন না ৪২১

হাদিস নং - ১৪ ..... ৪২৫
- ইসলামে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি ৪২৬
- প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ৪৩৪
- পুরুষ কর্তৃক নারীহত্যার শাস্তি ৪৩৮
- ধর্মত্যাগী ও জামাতবিচ্ছিন্ন লোকের শাস্তি ৪৩৯
- মুসলিম যদি মুহারাবা করে ৪৪২
- নামাজ না পড়লে কি হত্যা করা যাবে ৪৪৫
- জান-মালের হেফাজত করতে গিয়ে হত্যা ৪৪৭
- মুসলিম গুপ্তচরকে হত্যা করা যাবে কি ৪৪৮
- অনৈতিক যৌনতার অর্থ কী ৪৫০
- বিদআতি ও খারেজিদের হত্যা ৪৫৩
- নবিজির পর কেউ মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে ৪৫৭

হাদিস নং - ১৫ ..... ৪৫৯
- ইমানের দুই অত্যাবশ্যক গুণাবলি ৪৬০
- মানুষ যা বলে সব লেখা হয় ৪৬৬
- অনর্থক কথা অন্তরকে কঠিন করে দেয় ৪৭০
- নেক কথা বলো, নয়তো চুপ থাকো ৪৭২
- প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ইসলামের নীতি নয় ৪৭৫
- প্রতিবেশীর পরিচয় ও প্রকারভেদ ৪৮২
- অতিথি আপ্যায়নের গুরুত্ব ও সময়সীমা ৪৯১

হাদিস নং - ১৬ .....৫০২
- রাগ করা বারণ..... ৫০৩
- নবিজি কেন রাগ না করতে বললেন ৫০৬
- রাগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যা ও পুরস্কার ৫১৩
- কিছু মানুষের রাগ মাফ ৫২৪

হাদিস নং - ১৭ .....৫৩১
- আল্লাহ উদার, তিনি উদারতা ভালোবাসেন ৫৩১
- ইহসানের মাত্রা ও জরুরত ৫৩৬
- লাশের সাথে অত্যাচার ৫৪১
- হাদিসে উরানিয়্যিন: দলিল ও বাস্তবতা.....৫৪৬
- পশুর সাথে সাবর করা হারাম..... ৫৫০

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত। নিশ্চয়ই প্রতিটি কল্যাণকর কাজ তাঁর পক্ষ থেকেই সম্পাদিত হয়। তিনিই তাওফিক দেন, শক্তি ও সুযোগ দিয়ে যেকোনো কাজ তত্ত্বাবধান করেন। তিনিই পথ পরিষ্কার করেন, নেক কাজের দিশা ও নির্দেশনা দিয়ে বান্দাকে এগিয়ে নেন। এ বিশ্বাস মুমিনের পরম আপন, ইমানের প্রাথমিক শর্তাদির অন্যতম। তাই রব্বে কারিমের হাজার শুকরিয়া, তিনি আমার মতো দুর্বল মানুষের দ্বারা এত বড় কাজ করিয়ে নিয়েছেন।

সবকিছু আল্লাহ করেন, তিনি দেন, তিনিই করেন মাহরুম—এ বিশ্বাসে খুঁত থাকলে বান্দা শতভাগ ইমানদার হয় না। গাইরুল্লাহর সামনে নত হয়, হাত পাতে, কল্যাণ চায়—এমন জীবন মুমিনের হতে পারে না। তাই সব আমলের তুলনায় ইমানের মূল্য যেমন, ইমান রক্ষার যেকোনো কর্ম ও চিন্তার মূল্যও বাকি সবকিছু থেকে ততটা আলাদা, ততটা অনন্য। ইমান রাতারাতি হেফাজত করার জিনিস না; সারাজীবন নেক আমল করা ও ইতিবাচক চিন্তাচেতনা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে ইমানকে সজীব ও সতেজ রাখতে হয়। গুণিজনেরা বলেন, ইমান আনয়নের চেয়ে রক্ষা করা শতগুণ অধিক কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণও।

এই ইমান আনা ও ইমান রক্ষার সম্পূর্ণ যাত্রায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহকে দুটি অবলম্বন সদা আঁকড়ে ধরার নাসিহাহ দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা যত দিন কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকবে, তত দিন পথভ্রষ্ট হবে না। ইমান থেকে বিচ্যুত হবে না, হিদায়াতের পথ থেকে ছিটকে পড়বে না। কারণ কুরআন যেমন আল্লাহর কালাম, ঐশী নির্দেশনা, তেমনই হাদিসও আসমান থেকে আগত মহান বার্তা। পার্থক্য কেবল এতটুকু—কুরআন রবের জবানি, হাদিস আল্লাহর রাসুলের জবানে উচ্চারিত। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনে বলেছেন, আমার নবি মনগড়া কথা বলেন না। নিজের থেকে কিছু করেন না। তিনি যা বলেন বা করেন, সবটা আমারই নির্দেশনা। ঠিক এ কারণেই কুরআনের মতো হাদিসকেও অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানানো হয়েছে, এ দুটি আঁকড়ে থাকলে পথ হারানোর শঙ্কা নেই।

কুরআন গ্রন্থিবদ্ধ, সুসংহত এবং এর সংরক্ষণের ভার আল্লাহ নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে আজ কুরআন পৌঁছে গেছে। যেকোনো ব্যক্তি চাইলে নিজের সামনে আল্লাহর কালাম খুলে নিতে পারছে। কিন্তু হাদিস

এক সুবিশাল সম্ভারের নাম; অসংখ্য, অগণিত। অথচ আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বক্তব্যমতে, নবিজির জীবন না বুঝলে, হাদিস ও সিরাতের আতশকাচে না দেখলে, কুরআন বুঝা সম্ভব হয় না। প্রশ্ন হয়, তাহলে সুবিশাল হাদিসের খাজানা থেকে সাধারণ বান্দারা কীভাবে উপকৃত হবে? কেবল কি দ্বীনের বিশেষায়িত শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা হাদিস পড়বে? সাধারণ মানুষ কি তা থেকে হিদায়াত ও বরকত গ্রহণ করতে পারবে না?

উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য হাদিস থেকে মৌলিক শিক্ষা আহরণের জরুরতকে সামনে রেখেই, আরবাইন তথা নির্বাচিত চল্লিশ হাদিস রচনার একটি সিলসিলা আমাদের সালাফের প্রতিযুগেই দেখা যায়। নববি বক্তব্যের একটি সংকলন প্রায় সব লেখকই রেখে যেতে চান। ইমান ও আমলের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন সংকলিত মলাটের সংখ্যা অগণিত। আরব ও অনারবের বিখ্যাত আলেমগণ এ কাজকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন। ইমাম জুহরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আসমানি কিতাবের মাধ্যমে দিয়েছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এ উম্মতকে সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছেন কখনো এক শব্দে, কখনো এক লাইনে। এমন হাজার হাজার হাদিস থেকে যেগুলো নির্বাচন করা হয়, সেগুলোর একেকটি শব্দে কখনো মানুষের জীবনের সম্পূর্ণ একটি দিক স্পষ্ট হয়ে যায়।

নির্বাচিত হাদিস সংকলনের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, ইমাম আবু সুলায়মান আল-খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৩৮৮ হি.) তাঁর বিখ্যাত *গারিবুল হাদিস* গ্রন্থে (১/৬৪) বলেছেন, যেসব হাদিসে অল্প কথায় অনেক কিছু বলা হয়েছে, তা নবুওয়তের শক্তি ও আল্লাহর বার্তা প্রতিস্থাপনের অন্যতম নিদর্শন। এমন হাদিসগুলো শুনে, শ্রোতা সহজেই তা মনে রাখতে পারে এবং জীবনকে নববি আদর্শের আলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এমন কিছু হাদিস তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখও করে যান, যা শব্দে সংক্ষেপ হলেও মর্মে বিস্তৃত। এর একেকটি হাদিস যেন জীবনের একেকটি দিক পুরোপুরি ধারণ করে নেয়।

পরে, ইবনুস সালাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৬৪৩ হি.) তাঁর *আল-আহাদিসুল কুল্লিয়্যাহ* নামক গ্রন্থে আরও কিছু সংক্ষিপ্ত, অথচ গভীর অর্থপূর্ণ হাদিস সংকলন করেন, যেগুলো আজও দ্বীনের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য। এরপর ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.) এই হাদিসগুলোর সাথে আরও ষোলোটি হাদিস যোগ করেন এবং *আল-আরবাইন* নামে একটি দারুণ সংকলন রচনা করেন, যা জগৎ-জুড়ে ব্যাপক পরিচিতি পায়। এসব হাদিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল জীবনের

মৌলিক নীতি, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং মানবিক শিষ্টাচারের মূল কাঠামো-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা।

একই সিলসিলায় ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৭৯৫ হি.) আরও আটটি নতুন পালক জুড়ে দেন। গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি মৌলিক এ হাদিসগুলোও নববি সংকলনে যুক্ত করেছেন। তারপর সেসবের আলোকে দীর্ঘকথন গ্রন্থবদ্ধ করেছেন কুরআন, হাদিস ও সালাফের মন্তব্যের বাহারি আয়োজনে। ফলে মোট হাদিসের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশটি। এই পঞ্চাশ হাদিস মানবজীবনের ঘনিষ্ঠ সব দিক এবং আল্লাহর বিধানগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা, উম্মাহর সামনে তুলে ধরে। গ্রন্থটির লক্ষ্য ছিল হাদিসগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া, পাশাপাশি এর ওপর ভিত্তি করে উৎসারিত বিধান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলেমদের মধ্যকার মতবিরোধ সমাধান করা।

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ গ্রন্থটি শুধু হাদিসের সরল ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং এসবের প্রাসঙ্গিক ফিকহি চিন্তা, ব্যবহৃত শব্দের সঠিক মর্ম এবং প্রতিটি হাদিসের প্রকৃত জীবনদর্শন তুলে ধরেছেন। এটি একটি অত্যন্ত সম্মানিত ও উপকারী ব্যাখ্যা হিসেবে পরিচিত, যা মুসলমানদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের পথপ্রদর্শক হতে সাহায্য করে।

জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম নিছকই একটি হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয়; বরং ইসলামি জীবনধারা, মুসলমানের নীতি-নৈতিকতার এক বিস্তৃত দিক-নির্দেশনা এতে সন্নিবেশিত। ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ এখানে নির্বাচিত হাদিসগুলোকে কেবল তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করেননি; বরং মুসলিম সমাজে এসবের প্রভাব এবং প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে, তাও স্পষ্ট করেছেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন শত-শত সালাফের আমল ও বয়ান। তারা কোন হাদিস নিয়ে কী ভেবেছেন, কোন হাদিসের ওপর কীভাবে আমল করেছেন, ইবনু রজব চেষ্টা করেছেন সেসবও পাঠকের সামনে হাজির করার। এক্ষেত্রে সাহাবিদের যুগ থেকে তাবেয়িন-তাবে তাবেয়িন হয়ে লেখকের সময়কালের বিখ্যাত বুজুর্গ আলেমদের অভিজ্ঞতা তিনি সুনিপুণভাবে এ বইতে তুলে এনেছেন।

ইবনু রজব হাম্বলি সময়ের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার ভেতর *জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম* ওপরের দিকেই আছে। ব্যক্তি ইবনু রজবের মতো তার এ বইও কালোত্তীর্ণ, সমৃদ্ধ ও সমাদৃত। যুগে যুগে তিনি ও তাঁর এ বই সময়ের বিজ্ঞ আলেমদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আজও এর কদর এক রত্তি কমে যায়নি। চতুর্মুখী ফেতনার এ সময়ে, যুগমানসের আত্মগঠনের চাহিদাকে সামনে রেখেই ঢাউস সাইজের বইটি অনুবাদে হাত দেওয়া, আল্লাহ তাআলার পর

নিশ্চয়ই এর প্রথম শোকরানা পথিক প্রকাশনের সম্মানিত প্রকাশক ইসমাইল ভাইয়ের পাওনা। তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন, তাগাদা দিয়েছেন, ধৈর্য ধরেছেন এবং এত বড় বই প্রকাশের হিম্মত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার সাহস ও সামর্থ্য আরও বাড়িয়ে দিন।

বইটি সময়ের অন্যতম ধীমান মুহাক্কিক শুআইব আল-আরনাউতের তাহকিকে প্রকাশিত। চেষ্টা করেছি তার কাজটুকু যথাযথ রাখার। নিছক শাস্ত্রীয় কিছু বিষয় এড়িয়ে গিয়েছি। সূত্রগুলোর আধুনিক সংস্করণ পেলে সেটা যোগ করেছি। শাইখ শুআইব আরনাউত সাহেব বিখ্যাত ইমামদের প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ, বিশেষত সিহাহ, সুনান ও মাসানিদ থেকে রেফারেন্স গ্রহণের ক্ষেত্রে স্রেফ হাদিসের নম্বর যোগ করেছেন। তাহকিকের ময়দানে এটা স্বাভাবিক ও সচরাচর। আমরা চেষ্টা করেছি তার নাহজ বা ধরন অক্ষুন্ন রাখার। সেক্ষেত্রে যদি ইমামের নামের সঙ্গে হাদিসের নম্বর থাকে, কিতাবের নাম না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থের কথাই বলা হচ্ছে। যেমন ইমাম বুখারি বললে তাঁর সহিহ বুখারি, ইমাম আহমাদ বললে তার মুসনাদু আহমাদ। তবে তাদেরই অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স নিলে আমরা গুরুত্বের সাথে কিতাবের নামও উল্লেখ করেছি। যাতে কোনোরকম অস্পষ্টতা বা ধোঁয়াশা তৈরি না হয়।

যেহেতু বৃহৎ কলেবরের কাজ, চেষ্টা করেছি ভাষার সারল্য ধরে রাখার। লেখক মরহুম ফিকহি বিষয়গুলো নিরপেক্ষ জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, আমরাও তাতে কোনো রকম পরিবর্তন হতে দিইনি। অনুরোধ থাকবে, ফিকহ-ফতোয়ার ব্যাপারে কেবল হাদিসের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় নির্ভর না করে বিজ্ঞ আলেমদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আল্লাহ তাআলা মূল বইয়ের মতো অনুবাদকর্মও যথাযথ কবুল করেন। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে আমাদের মেহনত ফলপ্রসূ বানান। এর যাবতীয় সাওয়াব প্রথমত মূল লেখকের, তারপর আমাদের সবার আমলনামায় যোগ করেন। জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম লেখক-অনুবাদক, পাঠক, প্রকাশক ও প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের জারিয়া হোক। আমিন।

সাদিক ফারহান
৯ই রজব ১৪৪৬ হি.,
১১ই জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের দ্বীন পূর্ণ করেছেন। তাঁর নিয়ামত সম্পন্ন করেছেন শতভাগ। আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন। মানবসমাজে প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসুল—যিনি আমাদেরই জনমানুষের ভেতর থেকে বেড়ে ওঠা, আমাদের পাঠ করে শোনান কুরআনের বাণী, আমাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।

প্রশংসা করি আল্লাহর অগুনতি নিয়ামতের। সাক্ষ্য দিই—তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। তিনি একক; তাঁর কোনো শরিক নেই। কামনা করি—আমাদের এ সাক্ষ্য হোক উত্তম প্রতিরক্ষা, সত্যের পথে দুর্নিবার প্রাণশক্তি। আমি আরও সাক্ষ্য দিই—মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় জাহানের রহমত করে পাঠিয়েছেন। আমাদের জন্য নাজিলকৃত কিতাবের বয়ান ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব তাকে দিয়েছেন। তিনি জাগতিক জীবনের জরুরি বিষয়াদি স্পষ্ট করেছেন। দ্বীনের পূর্ণ শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে 'জামিউল কালিম' দান করেছেন। তাঁর কথা হতো সংক্ষেপ, মর্ম হতো ভারী। কখনো তাঁর উচ্চারিত একটি শব্দে, সামান্য বাক্য বা বাক্যাংশে জমে থাকত বিস্তৃত জ্ঞান, সমূহ হিকমাহ ও বুদ্ধিকৌশল। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি নাজিল করুন শান্তি ও রহমত। যে রহমত হবে আঁধারের নুর, বিপথের হিদায়াত। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মর্মবহুল বক্তব্য প্রদানের যোগ্যতা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। হিকমাহসর্বস্ব চমকপ্রদ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের বিশেষায়িত নিয়ামত দান করেছেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন:

بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَىَّ.

আমি ব্যাপক তথ্য ও অর্থবহ বাণীসমেত প্রেরিত হয়েছি। প্রবল প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম, তখন বিশ্বধনভান্ডারের চাবি আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল।[১]

ইমাম জুহরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অর্থাৎ বইপত্রে বা বয়ান-বক্তব্যে বহু কথায় যা বর্ণনা করা হতো, আল্লাহ তাআলা তা একটি কি দুটি বাক্যে প্রকাশ করার অভূতপূর্ব যোগ্যতা তাঁর রাসুলকে দান করেছিলেন।[২]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেন:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَالْمُوَدِّعِ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ قَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي أُوتِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَعَلِمْتُ كَمْ خَزَنَةُ النَّارِ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ وَتُجُوِّزَ بِي وَعُوفِيتُ وَعُوفِيَتْ أُمَّتِي فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا دُمْتُ فِيكُمْ فَإِذَا ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ.

একবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে আমাদের সামনে এলেন, যেন তিনি বিদায় জানাচ্ছেন। এসে বললেন, আমি মুহাম্মদ; আল্লাহর প্রেরিত উম্মি নবি। আমার পরে নতুন কোনো নবি আসবেন না। আমাকে বাক্যের সূচনা ও উপসংহার দেওয়া হয়েছে। মর্মবহুল বক্তব্য প্রদানেরও যোগ্যতা পেয়েছি। জাহান্নামের কতজন নেগরান, আরশের বাহক ফেরেশতাদের সংখ্যা কত—আমি জানি। আমার পূর্বাপর জীবন উপেক্ষা করা হয়েছে (দোষ-ত্রুটি লক্ষ করা হয়নি)। আমি ও আমার উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং যত দিন আমি তোমাদের মাঝে জীবিত, আমাকে অনুসরণ করো। যদি আমি চলে যাই, তাহলে আল্লাহর কুরআনকে আঁকড়ে থেকো। সেখানে যা হালাল তা হালাল জেনো, যা হারাম তা হারাম বলে বিশ্বাস কোরো।[৩]

---

[১] সহিহ বুখারি: ২৯৭৭, ৬৯৯৮; সহিহ মুসলিম: ৫২৩; সুনানুত তিরমিজি: ১৫৫৩।

[২] ইমাম বুখারি ৭০১৩ নম্বর হাদিসে প্রসঙ্গক্রমে জুহরির এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

[৩] মুসনাদু আহমাদ: ৬৬০৭; এই সনদে আবদুল্লাহ ইবনু লাহিয়া উপস্থিত, হাদিসশাস্ত্রবিদগণ যাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন: মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১৬৯।

ইমাম আবু ইয়ালা মুওসিলি রাহিমাহুল্লাহ উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إِنِّي أُوتيتُ جوامعَ الكَلِمِ وخواتِمَهُ، واختُصِرَ لي اختصارًا

আমাকে মর্মসমৃদ্ধ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য প্রদানের যোগ্যতা দান করা হয়েছে। বয়ান ও বক্তৃতার সারবস্তু আমার জন্য সংরক্ষিত হয়েছে।[৪]

অনুরূপ বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে উল্লেখ করেছেন ইমাম দারাকুতনি রাহিমাহুল্লাহ।[৫]

আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক কুরাশি রাহিমাহুল্লাহ আবু বুরদা-এর সূত্রে সাহাবি আবু মুসা আশয়ারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেন:

قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعطيتُ فواتِحَ الكَلِمِ وخواتِمَهُ وجَوامِعَهُ، فقلنا: يا رسول الله، علِّمنا ممَّا علَّمك الله عَزَّ وَجل، قَالَ: فعلَّمَنَا التَّشَهُّدَ.

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 'আমাকে দান করা হয়েছে কথার সূচনা ও উপসংহার। মর্মবহুল বক্তব্য প্রদানের যোগ্যতাও পেয়েছি আমি।' (আবু মুসা বলেন:) আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, আমাদের তা থেকে কিছু শেখান। এরপর তিনি আমাদের তাশাহহুদ শিক্ষা দিলেন।[৬]

ইমাম নাসায়ি রাহিমাহুল্লাহ তার *সুনান* গ্রন্থে সাইদ ইবনু আবি বুরদা ইবনু আবি মুসার পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন:

---

[৪] *আল-মাতালিবুল আলিয়া* (৪/২৮) সূত্রে *আল-মুসনাদুল কাবিরে* হাদিসটি উদ্ধৃত হয়েছে। কারণ আসফাহানি উলামার রেওয়ায়েতে বর্ণিত মুসনাদের এই নুসখা এখনো ছেপে আসেনি। এ ছাড়া বর্ণনা করেছেন উকাইলি রাহিমাহুল্লাহ তার *কিতাবুদ-দুআফা* (২/২১) এবং নুরুদ্দিন হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ তার *মাজমাউয যাওয়ায়েদে* (৮০৫)। এই সনদে খলিফা ইবনু কাইস নামের একজন বর্ণনাকারী আছেন। ইমাম বুখারি যার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন, এই ব্যক্তির হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। দেখুন: আত-তারিখুল কাবির ৩/১৯৮।

[৫] সুনানু দারাকুতনি: ৪২৭৫; তবে এ সনদে বিদ্যমান জাকারিয়া ইবনু আতিয়্যাহর ব্যাপারে ইমাম আবু হাতেম বলেন, তিনি 'মুনকারুল হাদিস' তথা বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

[৬] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা: ৩০২৭; মুসনাদে আবু ইয়ালা মুওসিলি: ৭২৩৮।

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً، فَمَا أَشْرَبُ، وَمَا أَدَعُ ؟ قَالَ: وَمَا هِيَ ؟ قُلْتُ: الْبِتْعُ، وَالْمِزْرُ. قَالَ: وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ؟ قُلْتُ: أَمَّا الْبِتْعُ فَنَبِيذُ الْعَسَلِ، وَأَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِيذُ الذُّرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا؛ فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাকে ইয়ামানে পাঠান। আমি তাকে আরজ করি, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সেখানে মিযর এবং বিত পাওয়া যায়। তিনি জানতে চাইলেন, বিত ও মিযর কী জিনিস? আমি বললাম, বিত এক প্রকার পানীয় যা মধু দ্বারা তৈরি করা হয়; আর মিযর যব দ্বারা তৈরি করা হয়ে থাকে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মাদকতা সৃষ্টি করে এমন সব জিনিসই আমি হারাম করেছি।[৭]

হিশাম ইবনু আম্মার তার *আল-মাবআস* (মাসআসু রাসুলিল্লাহ তথা রাসুলের নবুওয়াত) কিতাবে[৮] আবু সাল্লাম হাবাশির সনদে বর্ণনা করে বলেন:

حُدِّثْتُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: فُضِّلْتُ على مَنْ قَبلِي بستٍّ ولا فخر، فذكر منها: قال: وأُعطِيتُ جَوامعَ الكَلِم، وكانَ أهلُ الكتابِ يجعلونها جزءًا باللَّيل إلى الصَّباح، فجمعها لي ربِّي في آيةٍ واحدةٍ {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الحديد: ١]

'হাদিস' হিসেবে আমাকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: 'পূর্ববর্তীদের ওপর আমাকে ছয়টি নিয়ামতের মাধ্যমে সম্মান দেওয়া হয়েছে। তবে সেসব নিয়ে আমি আত্মম্ভরি নই। এরপর তিনি সেগুলো উল্লেখ করেন। যেখানে বলেন, আমাকে মর্মবাহী বক্তব্য প্রদানের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। আহলে কিতাব লোকেরা সকাল পর্যন্ত রাতের এক বৃহদাংশ ধরে যা জপ করত, আল্লাহ তাআলা আমার সম্মানে

[৭] সুনানু নাসায়ি: ৫৬০৩; সহিহ মুসলিম: ১৭৩৩; সহিহ ইবনু হিব্বান: ৫৩৭৬। তিনি হাদিসটি 'সহিহ' বলে মন্তব্য করেছেন।

[৮] দুঃখজনকভাবে কিতাবটি ছেপে আসেনি। তবে এই বর্ণনাটি হিশাম ইবনু আম্মার ছাড়াও উল্লেখ করেছেন ওয়াদি আশি তার *বারনামাজ*-এ (২৩৭–২৩৮ পৃ.), এবং সুসি রাহিমাহুল্লাহ তার *সিলাতুল খালাফ বি-মাওসুলিস সালাফ* গ্রন্থে (১১২ পৃ.)।

কুরআনের এক আয়াতে তা জমা করে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন: আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সুরা হাদিদ, আয়াত: ০১]

আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মর্মবহুল বক্তব্য প্রদানের যে বিশেষায়িত যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছিল, মৌলিকভাবে তা দুই প্রকার:

১. যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, দয়া এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন আর অশ্লীলতার, মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। [সুরা নাহল, আয়াত: ৯০]

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যাবতীয় কল্যাণ যেমন এ আয়াতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সাকুল্যে সকল নিষেধাজ্ঞাও এখানে সমানভাবে বিদ্যমান রয়েছে।[৯]

২. যে সম্পর্কে কথা বলেছেন রাসুল নিজে। হাদিসের কিতাবগুলোতে অধ্যায়ে-অধ্যায়ে যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তাঁর পবিত্র জবাননিঃসৃত এসব মর্মভারী বক্তব্যসমূহ সংকলন করেছেন উম্মাহর অসংখ্য আলিম। হাফেজ আবু বকর ইবনুস সুন্নি লিখেছেন *আল-ইজায ওয়া জাওয়ামিউল কালি মিনাস সুনানিল মাসুরা*। কাজি আবু আবদুল্লাহ কুজায়ি এ বিষয়ে সংক্ষেপে একটি কিতাব সংকলন করেছেন। নাম দিয়েছেন *আশ-শিহাব ফিল হিকামি ওয়াল আদাব*।[১০] তেমনি ইমাম খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ তার *গারিবুল হাদিস* কিতাবের শুরুতে সহজ কিছু 'জামিউল কালাম'-এর দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

হাফেজ আবু আমর ইবনুস সালাহ রাহিমাহুল্লাহ জামিউল হাদিস সংক্রান্ত একটি মজলিস করেন। সেখানে তার অধীনে এ বিষয়ে *আল-আহাদিসুল কুল্লিয়াহ* নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করা হয়। মৌলিক ও মর্মবহুল এ হাদিসগুলোই দ্বীনের মূল স্তম্ভ। শব্দসংক্ষিপ্ত এমন অর্থবহ ২৬টি হাদিস ঘিরেই ইবনুস সালাহ রাহিমাহুল্লাহর মজলিসটি অনুষ্ঠিত হয়।

[৯] বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহর *শুআবুল ইমান* সূত্রে আদ-দুররুল মানসুর ৫/১৬০।

[১০] বইটি মুআসসাসাতুর রিসালাহর ব্যানারে শাইখ হামদি আবদুল মাজিদ সালাফির তাহকিকে ছেপে এসেছে।

ইমাম ইবনুস সালাহ কর্তৃক সংকলিত হাদিসগুলো নিয়ে পরবর্তী সময়ে কাজ করেছেন যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শরফ নববি রাহিমাহুল্লাহ। সঙ্গে আরও কিছু হাদিস যোগ করে তিনি মোট ৪২টি হাদিসের সংকলনের নাম দেন *আল-আরবাইন*। মহান এ আলিমের নিয়ত ও সদিচ্ছার বরকতে 'চল্লিশ হাদিস' নামে কিতাবটি জগৎ-জোড়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। অসংখ্য মানুষ এটি হিফজ করে এবং এর দ্বারা উপকৃত হয়।

একদল তালিবুল ইলম ও দ্বীনদার ইলম-পিপাসু ব্যক্তি আমাকে বারবার অনুরোধ করছিলেন, যেন আমি উল্লেখিত হাদিসগুলোর ব্যাখ্যাকরণে মনোযোগী হই। আমি ইস্তেখারা করি; আল্লাহর নিকট কল্যাণের নির্দেশনা চাই। মনস্থ করি এমন এক কিতাব রচনার, যেখানে আল্লাহর তাওফিকে হাদিসগুলোর নিগূঢ় মর্মার্থ এবং মৌলিক শিক্ষা ও বক্তব্য তুলে আনতে পারব। যা নিয়ত করেছি, আল্লাহর কাছেই তার তাওফিক চাই। যে ইচ্ছা অন্তরে জায়গা দিয়েছি, তাতে ইখলাস ও কল্যাণ একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। বরকতময় এ যাত্রার পুরোটা সময় আমি সবকিছু তাঁর তাকদিরে ন্যস্ত করতে চাই। স্বীকার করতে চাই, শক্তি ও সামর্থ্য একমাত্র তাঁর। তিনি না চাইলে কল্যাণকাজ সাধনের তাওফিক পৃথিবীর কারোর নেই।

ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে গুরুত্বের কথা ভেবে নতুন কোনো হাদিস যোগ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তেতাল্লিশতম হাদিস হিসেবে সংযুক্ত হতে পারে এমন একটি হাদিস হলো:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

> ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা নিকটতম পুরুষ লোকের প্রাপ্য।[১১]

কারণ এ হাদিসটি ইলমুল ফারায়িজ তথা উত্তরাধিকার বণ্টন বিষয়ে অন্যতম মূলনীতি, যাকে এ বিদ্যার অর্ধেক বলেও অভিহিত করা যায়। সুতরাং গুরুত্বের বিচার করলে নির্বাচিত চল্লিশ হাদিসের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। যেমন অনেকে আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত *'বাদীর উচিত দলিল দেওয়া আর বিবাদীর উচিত কসম করা'*[১২] হাদিসটি এর সঙ্গে যোগ করেছেন। কারণ এটি বিচারবিষয়ে অন্যতম প্রধান মূলনীতি ধারণ করে।

---

[১১] সহিহ মুসলিম: ৩৯৯৬।

[১২] সুনানুত তিরমিজি: ১৩৪১।

ভাবছি, হাদিসটি শাইখ নববি রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত *আরবাইন*-এ যোগ করব। সাথে আরও কিছু হাদিস সংকলন করব, যা ইলম ও হিকমাহর অফুরান দরিয়া। সহজ ও সংক্ষিপ্ত শব্দে যা জগৎসম মর্মার্থ বহন করে। সব মিলিয়ে এ কিতাবের হাদিস-সংখ্যা হবে পঞ্চাশ। শাইখের 'আরবাইন' (চল্লিশ হাদিস) পরিণত হবে 'খামসিন' (পঞ্চাশ হাদিস)-এ।

বলে রাখা ভালো, এ বইতে নির্বাচিত মৌলিক হাদিসসমূহের শাব্দিক ব্যাখ্যা ও মর্মোদ্ধার ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্য নেই। এজন্য হাদিসের সনদে থাকা বর্ণনাকারীদের বিষয়ে কোনো বক্তব্য রাখব না, শব্দের ব্যাখ্যায় সংশ্লিষ্ট কিতাবের সারি সারি রেফারেন্স টানব না। কারণ আমি আগেই বলেছি, নবিজির 'জাওয়ামিউল কালিম' তথা মর্মবহুল নির্বাচিত হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা, অন্তর্নিহিত শিক্ষা, হিকমত ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

তবে প্রতিটা হাদিস প্রসঙ্গে কথা বলার শুরুতে আমি সনদের দিকে ইঙ্গিত করব, যেন তা সহিহ, জয়িফ, শক্তিশালী না দুর্বল—সে ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যায়। তেমনই মূল কিতাবে নির্বাচিত হাদিসের বিষয়সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হাদিস পেলে সেটাও উল্লেখ করব। কিন্তু যদি এ অধ্যায়ে আর কোনো হাদিস না থাকে, বা থাকলেও সহিহ না হয়, সে ব্যাপারেও সতর্ক করে দেব। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা, তাঁর ওপরই মুমিনের ভরসা, তিনিই কল্যাণ ও সাফল্যের শক্তি-সামর্থ্য দান করেন।

হাদিস নং - ১

আমিরুল মুমিনিন সাইয়িদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি: প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভ করা বা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, সেই উদ্দেশ্যই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।[১৩]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

হাদিসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ আনসারি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহিম তাইমির সূত্রে আলকামা ইবনু ওয়াক্কাস লাইসির সনদে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এটি উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত হাদিসবিশারদ আলি ইবনুল মাদিনি সহ অনেকের মত—এই সিলসিলা ব্যতীত হাদিসটির দ্বিতীয় কোনো সহিহ সনদ-পরম্পরা নেই। ইমাম খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের কারও মতানৈক্য দেখিনি আমি।'[১৪] যদিও আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণিত আছে।[১৫] অনেকের মতে বেশকিছু সনদে হাদিসটি বর্ণিত হলেও উপরোক্ত সনদ ব্যতীত আর কোনোটিই মুহাদ্দিসদের নিকট সহিহ বা পারিভাষিকভাবে বিশুদ্ধ নয়।

---

[১৩] সহিহ বুখারি: ০১; সহিহ মুসলিম: ১৯০৭।

[১৪] ফাতহুল বারি ১/১১; তরহুত তাসরিব ২/৩; আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব ১/৫৭।

[১৫] তরহুব তাসরিব কিতাবে (২/৪) হাফেজ ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সনদে হাদিসটি খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ *মাআলিমুস সুনান*-এ এবং দারাকুতনি ও ইবনু আসাকির *গারায়িবু মালিক* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তা ছাড়া ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ আনসারি থেকে অনেকেই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কারও মতে যাদের সংখ্যা প্রায় দুইশো, কেউ বলেন সংখ্যাটা আরও বেশি—সাতশোর মতো। মালিক, সাওরি, আওজায়ি, ইবনুল মুবারক, লাইস ইবনু সাদ, হাম্মাদ ইবনু যায়েদ, শুবা, ইবনু উয়াইনা প্রমুখ যাদের অন্যতম।

তবে উম্মতের উলামায়ে কেরাম হাদিসটির বিশুদ্ধতা ও সর্বজনগ্রাহ্যতার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম বুখারি এর মাধ্যমে তাঁর *সহিহ* গ্রন্থের সূচনা করেছেন। খুতবার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে এই হাদিস গ্রহণ করার মাধ্যমে ইঙ্গিত দিয়েছেন, যে আমলে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না, সেটা পরিত্যাজ্য। দুনিয়া ও আখিরাতে এর কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না। এজন্যই আবদুর রহমান ইবনু মাহদি বলেছেন: 'আমি যদি হাদিস বিষয়ে বেশকিছু অধ্যায় কায়েম করি, তাহলে সবগুলো অধ্যায়ের সূচনা করব এই হাদিসের মাধ্যমে।' এমনও কথিত আছে, তিনি বলেছেন: 'যারা কিতাব রচনা করবেন বলে ভাবছেন—যেকোনো বিষয়ে—তাদের উচিত মুবারক এ হাদিসের মাধ্যমে সূচনা করা।'[১৬]

পরিচ্ছেদ : ১

একটি হাদিস একটি মূলনীতি

হাদিসটি সেসব মৌলিক হাদিসগুলোর অন্যতম, যেগুলো দ্বীনের ভিত্তিমূল বলে সমাদৃত। ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'এই হাদিস ইলমের এক-তৃতীয়াংশ। নিয়ত-সম্পর্কিত জগদ্‌বিখ্যাত এ বাণী ফিকহের সত্তর দরজার অন্যতম।'[১৭]

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'ইসলামের মূলভিত্তি তিনটি হাদিসের ওপর—উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদিস, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত বিদআত সম্পর্কিত হাদিস (*আমাদের দ্বীনে কেউ নতুন কিছু যুক্ত করলে তা পরিত্যাজ্য* মর্মে) এবং নুমান ইবনু বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হালাল ও হারাম বিষয়ক হাদিস (*হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট* মর্মে)।'

---

[১৬] ফাতহুল বারি ১/১১; শরহু মুসলিম ১৩/৫৩; শরহুল আরবাইন আন-নাবাবিয়্যাহ, ইবনু দাকিকুল ইদ, ১২ পৃ.।

[১৭] তরহুত তাসরিব ২/৫; শরহু মুসলিম ১৩/৫৩; ফাতহুল বারি ১/১১; শরহুল আরবাইন আন-নাবাবিয়্যাহ, ইবনু দাকিকুল ইদ, ১২ পৃ.।

আমলগুলোতে নিয়তের দখল নেই, সেগুলো উদ্দেশ্য থাকবে না। কিংবা আমানত গ্রহণ ও প্রেরণ, জামানত, ওদিয়ত ও গসব তথা অন্যায়ভাবে দখলকৃত সম্পদ ফেরানোর মতো কাজগুলোও এখানে আলোচ্য বলে অভিহিত হবে না। কারণ এসবে নিয়তের দরকার একদমই নেই। বরং উপরোক্ত আমলের ব্যাপক অর্থ থেকে, হাদিসে উল্লিখিত শব্দে কিছু বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতা রয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে।

অবশ্য অনেকের মতে, এখানে আমল বলতে বান্দার সব ধরনের কাজ উদ্দেশ্য; বিশেষ কিছুকে আলাদা করা যাবে না। কেউ কেউ এটাকেই জুমহুর তথা অধিকাংশ আলিমের মত বলে ব্যক্ত করেছেন। হয়তো তারা পূর্ববর্তীদের (মুতাকাদ্দিমিন) জুমহুর বলতে চেয়েছেন। ইবনু জারির তাবারি, আবু তালিব মাক্কি প্রমুখের বক্তব্যে এমন ইঙ্গিত দেখা যায়। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহর মতামতের সাধারণ তরজমাও এমনই।

ইবনু হাম্বল থেকে আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় এমন, তিনি বলেন: 'যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, সাদাকা করে বা যেকোনো নেক কাজে অংশ নেয়, আমি চাই তারা কাজের আগে নিয়তটা শুদ্ধ করে নিক। কেননা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, *আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভর করে।* নবিজির এ নির্দেশনা নির্দিষ্ট কোনো আমলে সীমিত নয়; এটি বান্দার যেকোনো কাজে গুরুত্বপূর্ণ।'

ফজল ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'আমি আবু আবদুল্লাহ (ইমাম আহমাদ)-কে আমলের মধ্যে নিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটি বান্দার মনস্তত্ত্ব পরিশুদ্ধ করে। ফলে বান্দা কোনো আমল করলে তাতে মানুষকে খুশি করার বাসনা থাকে না।'

আহমাদ ইবনু দাউদ হারবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'ইয়াজিদ ইবনু হারুন এক মজলিসে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস *আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভর করে* পাঠ করেন। ইমাম আহমাদ সেখানে বসা ছিলেন। তিনি ইয়াজিদকে লক্ষ্য করে বলেন, আবু খালিদ! এটাই প্রতিটি আমলের মূল রজ্জু।'

এ কথার আলোকে হাদিসের মর্মার্থ নির্ণয় করলে বলতে হয়, নিয়ত ব্যতীত কোনো আমল সংঘটিতই হয় না। সে হিসেবে হাদিসটি সংবাদ দিচ্ছে সেসব স্বেচ্ছাকৃত আমলের ব্যাপারে, যেগুলো বান্দার ইচ্ছা বা স্বাধিকার ব্যতীত সংঘটিত হয় না। বান্দার নিয়তই সেখানে কর্মের মূল কারণ ও অস্তিত্বের উৎস। হাদিসের পরবর্তী অংশ তথা *মানুষ যা নিয়ত করে, সে অনুযায়ী ফল পায়* আদতে শরিয়াহর বিধান

জানাচ্ছে। অর্থাৎ বান্দার তাকদির নির্ধারণ করে কাজের ক্ষেত্রে তার নিয়ত। যদি নিয়ত নেক থাকে, তাহলে আমলও নেক; সে উত্তম প্রতিদান পাবে। আর যদি নিয়ত অসৎ হয়, তাহলে আমলও অসৎ; এর দায় ও ভার তাকে নিতে হবে।

অবশ্য হতে পারে, হাদিসের মর্মার্থ আমলের ধরনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ বান্দার আমল গ্রহণীয় হবে বা পরিত্যাজ্য, নেক বা বদ, এর বিনিময়ে সে সওয়াব পাবে কি না—সব নির্ভর করে তার নিয়তের উপযোগিতায়। সুতরাং এ হাদিস শরিয়াহর বিধান বলছে। আমলের ভালো-মন্দ নিয়তের ভালো-মন্দের সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহর রাসুল আরেক হাদিসে যেমন বলেছেন: 'বান্দার আমলের প্রতিদান নির্ভর করে সর্বশেষ বাস্তবতায়।'[২০] অর্থাৎ তার আমল ভালো না খারাপ, গ্রহণযোগ্য না পরিত্যাজ্য—সেটা নির্ভর করে তার আমলের আখেরি বাস্তবতায়।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বলেন, মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। অর্থাৎ সে যা নিয়ত করবে, কর্মের প্রতিদানে সেটাই তার নসিবে জুটবে। যদি কল্যাণের নিয়ত থাকে, তো কল্যাণকর ফল পাবে; যদি অকল্যাণের নিয়ত রাখে, তো অকল্যাণের পরিণতি লাভ করবে। নবিজির এ বাক্য পূর্বের কথারই পুনরুক্তি নয়। কারণ প্রথম বাক্যটি বলছে আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে নিয়তের উপযোগিতায়; দ্বিতীয় বাক্য বলছে, বান্দার সওয়াব নির্ভর করে তার নেক নিয়তে, শাস্তি নির্ভর করে নিয়তের অকল্যাণে। যদি নিয়ত নিছক মুবাহ তথা সাধারণ বৈধ হয়, আমল বৈধ হবে; বিনিময়ে না সে সওয়াব পাবে, না ইকাব (শাস্তি)। সুতরাং সত্তাগতভাবে বান্দার আমল নেক, বদ বা সাধারণ মুবাহ—তা নির্ভর করে তার নিয়ত তথা অন্তরের ইরাদার ওপর। তেমনই আমলের সওয়াব, শাস্তি ও পরিণতি সেই নিয়তের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ণীত হয়, যা আমলকে বিশুদ্ধ, অশুদ্ধ কিংবা নিছক সাধারণ বৈধ বানায়।

নিয়ত মানে ইচ্ছা ও ইরাদা

ভাষাগত বিচারে নিয়ত নিছক ইচ্ছা বা ইরাদার নাম। শাব্দিক বিবেচনায় এসবে কিছু পার্থক্য থাকলেও এখানে আমরা সে আলোচনায় যাব না। আমরা দেখব, উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব ও পরবর্তী আলিমদের বইপত্র ঘাঁটলে শব্দটির দুটি অর্থ পাওয়া যায়:

১. কিছু ইবাদতকে অন্য কিছু থেকে আলাদা করা। যেমন: জোহরের নামাজকে আসর থেকে এবং রমজানের রোজাকে অন্য রোজা থেকে, কিংবা ইবাদতকে

[২০] সহিহ বুখারি: ৬৪৯৩।

আদাত তথা স্বভাবকর্ম থেকে আলাদা করা। যেমন ফরজ গোসলকে স্বাভাবিক গোসল থেকে পৃথক করা ইত্যাদি। 'নিয়ত' শব্দটির এমন ব্যবহার ফকিহদের কিতাবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

২. আমলের উদ্দেশ্য নিরূপণ করা। বান্দা কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই আমল করছে কি না, এক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকে শরিক করছে কি না—সেটা যাচাই করা। নিয়তের এই মর্মের প্রতি জোর দিয়েছেন সুফিগণ। মারেফাতের মেহনতে ডুবে থাকা লোকেরা তাদের কিতাবে ইখলাস ও তৎসংশ্লিষ্ট শিরোনামে এ-সংক্রান্ত আলোচনা তুলে এনেছেন। প্রথম যুগের সালাফদের কথাবার্তায় নিয়তের এই ব্যবহার সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়।

আবু বকর ইবনু আবিদ-দুনইয়া রাহিমাহুল্লাহ *আল-ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে তিনি নিয়তের দ্বিতীয় ও মৌলিক অর্থ আমলে নিয়েছেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাবার্তায় এ অর্থ কখনো 'নিয়ত' শব্দে, কখনো 'ইরাদা' বা কাছাকাছি অন্য কোনো শব্দে এসেছে। কুরআনে কারিমেও বিষয়টি 'নিয়ত' ব্যতীত অন্যান্য শব্দে নানা জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে অনেকে 'নিয়ত', 'ইরাদা' ও 'কাসাদ' (ইচ্ছা) ইত্যাদি শব্দে পার্থক্য করেছেন। তারা মনে করেন, 'নিয়ত' শব্দটি ফকিহদের ব্যবহৃত প্রথম অর্থে বিশেষিত। অনেকের মতে, 'নিয়ত' শব্দটি বান্দার কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত; কিন্তু 'ইরাদা' কর্মের মুখাপেক্ষী নয়। যেমন: কোনো বান্দা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার 'ইরাদা' করল, কিন্তু 'নিয়ত' করল না; অর্থাৎ সে কামনা করল ইস্তেগফার করবে, কিন্তু বাস্তব কর্মে তা প্রমাণ করল না। এক্ষেত্রে আমরা বলব, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উম্মাহর পূর্ববর্তী আলিমদের বইপত্রে নিয়তের দ্বিতীয় অর্থটির অধিক ব্যবহারই লক্ষণীয়। সে হিসেবে নিয়ত ও ইরাদা–শব্দদুটির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। বরং কুরআনে 'নিয়ত'-কে সরাসরি 'ইরাদা' শব্দে ব্যক্ত করতেও দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা যেমন ইরশাদ করেছেন:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

আল্লাহ সেই সময় নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন, যখন তাঁরই হুকুমে তোমরা শত্রুদের হত্যা করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করলে

এবং নির্দেশ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করলে এবং যখন আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দের বস্তু দেখালেন, তখন তোমরা (নিজেদের আমিরের) কথা অমান্য করলে। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তো এমন, যারা দুনিয়া কামনা করছিল; আর কিছু ছিল এমন, যারা চাচ্ছিল আখিরাত। অতঃপর আল্লাহ তাদের থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। অবশ্য তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫২]

অন্য আয়াতে বলেছেন:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

কোনো নবির পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, জমিনে যতক্ষণ পর্যন্ত (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত না করা হবে (যাতে তাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়), ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে কয়েদি থাকবে। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করো, আর আল্লাহ (তোমাদের জন্য) আখিরাত (-এর কল্যাণ) চান। আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক। [সুরা আনফাল, আয়াত: ৬৭]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন:

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ.

যে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দিই। আর যে ব্যক্তি (কেবল) দুনিয়ার ফসল কামনা করে, তাকে আমি তা থেকেই দান করি; আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই। [সুরা শুরা, আয়াত: ২০]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন:

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا.

কেউ দুনিয়ার নগদ লাভ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা, এখানেই তাকে তা নগদ দিয়ে দিই। তারপর আমি তার জন্য জাহান্নাম রেখে

দিয়েছি, যাতে সে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িতরূপে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাত (-এর লাভ) চায় এবং সেজন্য যথোচিতভাবে চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন হয়, তবে এরূপ লোকের চেষ্টার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করা হবে। [সুরা ইসরা, আয়াত: ১৮–১৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন:

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

যারা (কেবল) পার্থিব জীবন ও তার ঠাটবাট চায়, আমি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল এ দুনিয়াই ভোগ করতে দেব এবং এখানে তাদের প্রাপ্য কিছু কম দেওয়া হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই এবং যা-কিছু কাজকর্ম তারা করেছিল, আখিরাতে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে; আর তারা যে আমল করছে (আখিরাতের হিসেবে) তা না-করারই মতো। [সুরা হুদ, আয়াত: ১৫–১৬]

আরও বলেছেন:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সকাল ও সন্ধ্যায় তাকে ডাকে, তাদেরকে তুমি নিজের মজলিস থেকে বের করে দিয়ো না। তাদের হিসাবে যেসকল কর্ম আছে, তার কোনোটির দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর নয় এবং তোমার হিসাবে যেসকল কর্ম আছে, তার কোনোটিরও দায়-দায়িত্ব তাদের ওপর নয়, যে কারণে তুমি তাদের বের করে দেবে এবং জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। [সুরা আনআম, আয়াত: ৫২]

আরেক আয়াতে তিনি জানিয়েছেন:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.

ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে নিজেকে সেই সকল লোকের সংসর্গে রাখো, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়। এমন কোনো ব্যক্তির কথা মানবে না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছি, যে নিজ খেয়াল-খুশির পেছনে পড়ে রয়েছে এবং যার কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। [সুরা কাহাফ, আয়াত: ২৮]

সুরা রুমে আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন:

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

সুতরাং আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্তকে ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম। তোমরা যে সুদ দাও, যাতে তা মানুষের সম্পদে যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাকো, তো যারা তা দেয় তারাই (নিজেদের সম্পদ) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে নেয়। [সুরা রুম, আয়াত: ৩৮–৩৯]

নিয়ত বুঝাতে কুরআন 'ইবতিগা' (ইচ্ছা/অভিলাষ) শব্দটিও ব্যবহার করেছে। সুরা লাইলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ.

অথচ তার ওপর কারও অনুগ্রহ ছিল না, যার প্রতিদান দিতে হতো; বরং সে কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিই কামনা করে। [সুরা লাইল, আয়াত: ২০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং নিজেদের মধ্যে পরিপক্কতা আনয়নের জন্য, তাদের দৃষ্টান্ত এ-রকম: যেমন কোনো টিলার উপর একটি বাগান রয়েছে, তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলো, ফলে তাতে দ্বিগুণ ফল জন্মালো। যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টিও তার জন্য যথেষ্ট। আর তোমরা যা-কিছু করো, আল্লাহ তা অতি উত্তমরূপে দেখেন। [সুরা বাকারা, আয়াত: ৬৫]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন:

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

(হে নবি!) তাদেরকে (কাফিরদের) সঠিক পথে আনয়ন করা আপনার দায়িত্ব নয়। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান, সঠিক পথে আনয়ন করেন। তোমরা যে সম্পদই ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণার্থে হয়ে থাকে, যেহেতু তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করো না। আর তোমরা যে সম্পদই ব্যয় করবে, তোমাদের তা পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। [সুরা বাকারা, আয়াত: ২৭২]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

মানুষের বহু গোপনীয় পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে কোনো ব্যক্তি দান-সাদাকা বা কোনো সৎকাজ কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার আদেশ করলে, সেটা ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, আমি তাকে মহাপ্রতিদান দেব। [সুরা নিসা, আয়াত: ১১৪]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের গোপনীয় পরামর্শের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জানাচ্ছেন। তবে যদি সেটা সৎকাজের নির্দেশনা হয়, সমাজসংস্কার বা দান-সাদাকার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু এসব কাজেও সওয়াব তথা উত্তম প্রতিদান পেতে হলে তাকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে। এর বাইরে নেক কাজে তার ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির কামনা নেই, তবু নেক কাজ, সাদাকা ও সমাজসংস্কার উত্তম এবং কল্যাণকর। কারণ এসব কাজে মানবজাতির বহুমুখী

জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল
ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রহ.

তাহকিক
শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.

অনুবাদ
সাদিক ফারহান

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

হাদিস নং - ১৮ ..... ৭
- যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো ১২
- তাকওয়ার পরিচয় ও পুরস্কার ১৭
- তাকওয়ার উপদেশ: গুরুত্ব ও সিলসিলা ২৮
- আড়ালের পাপ কি আল্লাহ দেখেন..... ৩২
- ধৈর্য ও উদারতা: মুমিনের অত্যাবশ্যক গুণ..... ৩৬
- গুনাহ হলেই তাওবা করুন.....৪৪
- জিকির: আল্লাহর ক্ষমালাভের উপায় ৬১
- নেক কাজ গুনাহ মিটিয়ে দেয়..... ৬৪
- হুদুদ কি আদতেই কাফফারা হয় ৭৬
- আল্লাহর সীমা অতিক্রম না করি ৮৪
- নেক কাজ ছোট হলেও ছেড়ে দিতে নেই..... ৮৭
- দুটি ভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও পার্থক্য.....৯৯
- যে আমল গুনাহ কমায়, সে আমল মর্যাদা বাড়ায়..... ১০৩
- সগিরা গুনাহে অটল থাকতে নেই..... ১১৭
- উত্তম চরিত্র মানে কী ১২৯

হাদিস নং - ১৯ .....১৩২
- একটি হাদিস, কয়েকটি মূলনীতি ১৩৫
- আল্লাহর হেফাজত করলে তিনি বান্দার হেফাজত করেন ১৩৬
- মাথা ও পেট হেফাজত করা জরুরি.....১৪০
- আল্লাহ বান্দার দ্বীন ও ইমান হেফাজত করেন ১৫২
- আল্লাহর সীমা রক্ষা করলে আল্লাহ বান্দার সাথে থাকেন ১৫৮
- আল্লাহ সম্পর্কে বান্দার জানাশোনা..... ১৬৩
- বান্দার ব্যাপারে আল্লাহর জানাশোনা ১৬৩
- মৃত্যু—জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদ..... ১৬৮
- চাইতে হলে আল্লাহর কাছে চাও.....১৭৩
- লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ.....১৭৮
- প্রথম স্তর: রিজা (সন্তুষ্টি) ১৮৭

- দ্বিতীয় স্তর: আল্লাহর বিধানে অভিযোগ না করা ১৮৮
- ধৈর্য: জিহাদের অন্যতম দিক ১৯১
- দুঃখের সাথে সুখ: কিছু রহস্য ২০১

হাদিস নং - ২০ ..... ২০৫
- লজ্জা না থাকলে যা খুশি করো ২০৫
- লজ্জাশীলতা কল্যাণ বয়ে আনে ২১২
- লজ্জা কখনো ইমান, কখনো দুর্বলতা ২১৪

হাদিস নং - ২১ ..... ২১৭
- ইমান আনো, তারপর অবিচল থাকো ২১৭
- অবিচল থাকা মানে কী ২২০
- সম্পূর্ণ তাওহিদের ওপর স্থিরতা বলতে কী বোঝায় ২২২
- ইস্তিকামাহ শব্দের মর্ম ও মূল্যায়ন ২২৬
- ইস্তিকামাহ মানে একনিষ্ঠ তাওহিদ ২২৮

হাদিস নং - ২২ ..... ২৩০
- ফরজ আদায় করে জান্নাত পাওয়া যায় ২৩০
- তাহলিল ও তাহরিমের মর্ম ২৩২
- কী আমাকে জান্নাতে নেবে কী জাহান্নামে ২৩৭
- কেবল তাওহিদ কি জান্নাতে নিতে পারে ২৪৫
- কালিমায়ে তাওহিদের মর্ম অনুসন্ধান ২৪৯

হাদিস নং - ২৩ ..... ২৫৬
- পরিচ্ছন্নতা ইমানের সমার্থক ২৫৬
- কোন পবিত্রতা ইমানের অংশ? ২৫৮
- ইসলামে ওজুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৬১
- বিবিধ আমল ইমানের অংশ মানে কী? ২৬৫
- পবিত্রতা মুমিনের আমানত ২৬৮
- জিকিরের তাৎপর্য ও ফজিলত ২৭০
- নামাজ নুর, জাকাত দলিল ২৭৮
- সাদাকাহ ও ইমানের সম্পর্ক ২৮১
- সবর মানে দীপ্তি ২৮৩
- কুরআন পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ হবে ২৮৭

হাদিস নং - ২৪ ..... ২৯৫
- আল্লাহই একমাত্র ক্ষমতাবান..... ২৯৭
- 'তিনি' নিজের ওপর জুলুম করেন না ২৯৮
- তিনিই জুলুমের স্রষ্টা, তবে জুলুমকারী নন..... ৩০১
- চাইতে হবে আল্লাহর কাছেই.....৩০৩
- হেদায়েত কেবল আল্লাহর হাতে ৩০৭
- তিনি ক্ষমাশীল, তাঁর কাছে ক্ষমা চাও ৩১০
- উপকার-অপকারের ক্ষমতা কেবল আল্লাহর..... ৩১৩
- সারা দুনিয়া মিলেও আল্লাহর লাভ-ক্ষতি করতে পারে না ৩২১
- আল্লাহর সম্পদ কমে যায় না.....৩২২
- প্রতিটা আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে..... ৩২৮

হাদিস নং - ২৫ ..... ৩৩৭
- মুমিনের প্রতিটা আমলই সাদাকাহ.....৩৩৮
- মুমিনের দৈনন্দিন খরচও সাদাকাহ ৩৫০
- সম্পদবিহীন সাদাকাহর আরেক ধরন ৩৫৫
- সাদাকাহর চেয়ে কি জিকির উত্তম?..... ৩৫৬

হাদিস নং - ২৬ .....৩৬২
- প্রতিটি অঙ্গের সাদাকাহ আছে..... ৩৬২
- অসীম নেয়ামতের সাগরে ডুবে আছি..... ৩৬৯
- আমরা কি যথাযথ শুকরিয়া আদায় করি? ৩৭৪
- প্রতিটি অঙ্গের সাদাকাহ ফরজ..... ৩৮২
- সাদাকাহর বিচিত্র ধরন ৩৮৯
  - মানুষের কষ্ট দূর করা সাদাকাহ..... ৩৮৯
- মুসলমানের হক আদায়ও সাদাকাহ.....৩৯১

হাদিস নং - ২৭ .....৩৯৪
- পুণ্যে স্বস্তি, পাপে অস্বস্তি ৩৯৫
- নেক কাজের ব্যাখ্যা..... ৪০০
- ইলহাম (অন্তর্দৃষ্টি) কি শরিয়তের দলিল হতে পারে? ৪১০

হাদিস নং - ২৮ ..... ৪১৬
- নবিজির উপদেশ ৪১৮
- যে কথায় হৃদয় গলে ৪২০
- যেন তিনি বিদায় নিচ্ছেন ৪২৫
- অনন্য নসিহত ৪২৮
- গোলামও যদি শাসক হয় ৪৩২
- আমার পরে মতানৈক্য হবে ৪৩৪
- চার খলিফার ইজমা ৪৩৮
- বিদআত ধ্বংস ডেকে আনে ৪৪৩
- সাহাবিদের বক্তব্য যাচাই ৪৪৯

হাদিস নং - ২৯ ..... ৪৫১
- যে আমল জান্নাতে প্রবেশ করায় ৪৫৪
- প্রশ্নটি গুরুতর ৪৫৫
- সাদাকাহ বান্দার গুনাহ মিটিয়ে দেয় ৪৫৯
- ইসলামের মূল, স্তম্ভ ও চূড়া ৪৬৬

হাদিস নং - ৩০ ..... ৪৭৪
- কিছু হালাল, কিছু হারাম ৪৭৫
- আল্লাহর নির্দেশনা: প্রকার ও ব্যাখ্যা ৪৭৮
- ফরজ ও ওয়াজিব কি এক? ৪৭৮
- আমর বিল-মারুফ, নাহি আনিল মুনকার ৪৮০
- হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ কোনগুলো ৪৮৩
- আল্লাহর আইন ৪৯৫
- আল্লাহ তাআলা যা স্পষ্ট করেননি ৫০৬
- অস্পষ্ট বিষয়ের পেছনে থেকো না ৫১৯

হাদিস নং - ৩১ ..... ৫২৪
- দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করো ৫২৮
- প্রশংসা ও নিন্দা তার কাছে সমান ৫৪৩

হাদিস নং - ১৮

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ومعاذِ بن جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُما، أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: اتَّقِ الله حَيثُمَا كُنْتَ، وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمحُهَا، وخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

আবু জর গিফারি ও মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'যেখানেই তুমি থাকো, আল্লাহকে ভয় করো। একটি পাপ কাজের পর একটি ভালো কাজ করো, তা পূর্ববর্তী পাপ কাজকে মুছে ফেলবে। এবং মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করো।'

ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ হাসান পর্যায়ের। কিছু নুসখায় হাদিসটির শ্রেণিবিভাগ 'হাসান সহিহ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ইমাম তিরমিজি এই হাদিসটি সুফিয়ান সাওরি থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি হাবিব ইবনু আবি সাবিত থেকে, যিনি মাইমুন ইবনু আবি শুবাইব থেকে, যিনি আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি মাইমুন থেকে মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমেও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া তিরমিজি তার শিক্ষক মাহমুদ ইবনু গাইলান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনাটি অধিক সহিহ।

---

[১] হাদিসটি হাসান (ভালো) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ। এটি বেশকিছু হাদিস সংকলনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: ইমাম আহমাদ তার *মুসনাদ* গ্রন্থের ৫/১৫৩, ১৫৮, ১৭৭ এবং ২৩৬ পৃষ্ঠায়; ইমাম তিরমিজি তার *সুনানুত তিরমিজি* গ্রন্থের ১৯৮৭ নম্বর হাদিসে; ইমাম দারিমি তার *সুনানু দারিমি* গ্রন্থের ২/৩২৩ পৃষ্ঠায়; ইমাম হাকিম তার *আল-মুস্তাদরাক* গ্রন্থের ১/৫৪ পৃষ্ঠায়; ইমাম তাবারানি তার *আল-মুজামুল-কাবির* গ্রন্থের ২০/২৯৫, ২৯৬, ২৯৭ এবং ২৯৮ পৃষ্ঠায় এবং তার *আল-মুজামুস সাগির* গ্রন্থের ৫৩০ নম্বর হাদিসে; ইমাম আবু নুআইম তার *হিলইয়াতুল-আওলিয়া* গ্রন্থের ৪/৩৩৬ পৃষ্ঠায়; ইমাম কাজি আবু বকর আল-কুদাই তার *মুসনাদুশ শিহাব* গ্রন্থের ৬৫২ নম্বর হাদিসে। উল্লেখ্য, এই হাদিসটির সনদে কিছু দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। তবে, হাদিস-বিশেষজ্ঞরা এই দুর্বলতাগুলোকে পূরণ করে হাদিসটিকে হাসান (ভালো) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন।

এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, হাবিব থেকে মাইমুনের মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসটি মুরসাল। কিন্তু ইমাম দারাকুতনি এই মুরসাল বর্ণনাকেই অধিকতর পছন্দ করেছেন।

তিরমিজি এই হাদিসটিকে হাসান (ভালো) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করলেও, কিছু সংস্করণে এটিকে সহিহ (বাস্তব) বলা হয়েছে; তবে সেটা ভুল। হাকিম নিশাপুরি এই হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি বুখারি ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ। কিন্তু তার এই দাবি দুটি কারণে ভুল:

প্রথমত, মাইমুন ইবনু আবি শুবাইব (বা ইবনু শুবাইব) ইমাম বুখারির *সহিহ* গ্রন্থে এবং ইমাম মুসলিমের *সহিহ* গ্রন্থের শুধু ভূমিকায় মুগিরাহ ইবনু শুবা থেকে বর্ণিত একটি হাদিস ছাড়া, অন্য কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি।

দ্বিতীয়ত, মাইমুন ইবনু আবি শুবাইবের কোনো সাহাবির থেকে সরাসরি শোনার বর্ণনা সহিহভাবে প্রমাণিত নয়। আল-ফাল্লাস রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার সাহাবিদের থেকে বর্ণিত কোনো হাদিসে '*سَمِعْتُ*' (আমি শুনেছি) শব্দটি নেই। তবু কেউ কেউ দাবি করেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের কাছ থেকে সরাসরি কিছু শুনেছিলেন। আবু হাতিম রাজি বলেছেন, আবু জর এবং আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে তার বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে সঠিক নয়। আবু দাউদ বলেছেন, তিনি আয়িশাকে পাননি এবং আলিকেও দেখেননি। সুতরাং, মুআজকেও তিনি পাননি বলা যায়।

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ, তার শিক্ষক আলি ইবনুল মাদিনি, আবু জারআ, আবু হাতিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসের মতামত হলো, কেবল লিকা (দুজন বর্ণনাকারীর মধ্যে সাক্ষাৎ) সহিহ হলেই, কোনো হাদিস মুত্তাসিল (পরম্পরাসংযুক্ত) হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। ইমাম আহমাদের কথাবার্তাও এই দিকেই ইঙ্গিত করে। ইমাম শাফেয়ি তার *আল-রিসালাহ* গ্রন্থেও এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে, ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহর মতামত এই সকল মুহাদ্দিসের মতামতের বিপরীত।[২]

---

[২] এই বিষয়ে বিতর্ক কেবল মুআনআন (عن) হাদিসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, যেখানে বর্ণনাকারী বলেন, 'فلان عن فلان' فلان থেকে فلان শুনেছেন। ইমাম মুসলিম তার *সহিহ* গ্রন্থের ভূমিকায় দাবি করেছেন যে, প্রাচীন ও আধুনিক সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি মুআনআন-করা-ব্যক্তিদের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তারা তাদলিস (মিথ্যা বর্ণনা) থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে হাদিসটি মুত্তাসিল (সংযুক্ত) হিসেবে গ্রহণ করা হবে। তবে, ইমাম আলি ইবনুল মাদিনি, ইমাম বুখারি এবং অন্যান্য হাদিস-বিশেষজ্ঞরা ইমাম মুসলিমের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন যে, হাদিসটিকে মুত্তাসিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে, মুআনআন-করা-ব্যক্তিরা কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ করেছেন। কেবল তাদের

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে মুয়াজ ও আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার প্রতি এই ওসিয়ত অন্যান্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। বাযযার ইবনুল লাহিয়া থেকে, আবু যুবায়ের থেকে, আবু তুফায়েলের সনদে মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেছেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى قَوْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي، قَالَ: أَفْشِ السَّلَامَ، وَابْذُلِ الطَّعَامَ، وَاسْتَحْيِ مِنَ اللهِ اسْتِحْيَاءَ رَجُلٍ ذَا هَيْئَةٍ مِنْ أَهْلِكَ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلْيُحْسِنْ خُلُقَكَ مَا اسْتَطَعْتَ.

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজকে একদল লোকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে কিছু ওসিয়ত দিন।' নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি সালাম ছড়িয়ে দাও, খাবার বিতরণ করো, পরিবারের সামনে যেমন একজন সম্মানিত ব্যক্তি লজ্জা করে, তেমনইভাবে আল্লাহর কাছে লজ্জা করো। তুমি যদি অন্যায় করো, তবে সাথে সাথে কোনো নেক কাজ করো। আর, তোমার চরিত্র যতটা সম্ভব সুন্দর রাখো।'[৩]

ইমাম তাবারানি এবং হাকিম আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَرَادَ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: اعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: اسْتَقِمْ وَلْتُحَسِّنْ خُلُقَكَ.

মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন সফরে যেতে চাইলেন, তখন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক কোরো না।' মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে

সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। আরও তথ্যের জন্য: *শারহু মুসলিম* ১/১২৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা; *তাওজিহুল আফকার* ১/৩৩০ ও ৩৩৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

[৩] এই হাদিসটির সিরিয়াল নম্বর ১৯৭২। হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ *আল-মাজমা* গ্রন্থের ৮/২৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'এর সনদে ইবনু লাহিয়া রয়েছেন, যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। তবে বাকি বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত।'

আল্লাহর রাসুল! আমাকে আরও কিছু বলুন।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যদি তুমি কোনো খারাপ কাজ করো, তারপর ভালো কাজ করো।' মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারও বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে আরও কিছু বলুন।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'নীতিবান হও এবং তোমার চরিত্র উন্নত করো।'[৪]

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ দাররাজ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হাইসাম রাহিমাহুল্লাহ আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। যদি তুমি কোনো খারাপ কাজ করো, তারপর ভালো কাজ করো। কারও কাছে কিছু চেয়ো না; তোমার চাবুক পড়ে গেলেও না। কোনো আমানত গ্রহণ কোরো না এবং দুজনের মধ্যে বিচার করতে যেয়ো না।'[৫]

ইমাম আহমাদ আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অন্য আরেকটি বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، فَقَالَ: إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً، فَإِنَّهَا عَشْرُ أَمْثَالِهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: هِيَ أَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ.

তিনি নবিজিকে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন একটি কাজ শেখান যা আমাকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যদি তুমি কোনো খারাপ কাজ করো, তারপর একটি ভালো কাজ করো। কারণ একটি ভালো কাজ দশটি খারাপ কাজের সমতুল্য।' আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্যিকারের উপাস্য নেই" বলা কি একটি ভালো কাজ হিসেবে গণ্য?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটি সবচেয়ে উত্তম কাজ।'

---

[৪] ইমাম হাকিম তার *আল-মুস্তাদরাক* গ্রন্থের ১/৫৪ ও ৪/২৪৪ পৃষ্ঠায় এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে সহিহ (বাস্তব) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন। ইমাম জাহাবি এক্ষেত্রে তার সাথে একমত হয়েছেন।

[৫] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তার *মুসনাদ* গ্রন্থের ৫/১৮১ পৃষ্ঠায় এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। দাররাজ আবু হায়সাম থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, যা সনদকে দুর্বল করেছে।

ইবনু আবদুল বার তার *আত-তামহিদ* গ্রন্থে আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসটিতে বলা হয়েছে:

بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن، فقال: يا معاذ اتَّقِ الله، وخالِقِ النَّاس بخُلُقٍ حَسَن، وإذا عملتَ سيئةً، فأتْبِعْهَا حسنة، فقال: قلتُ: يا رسولَ الله لا إله إلا الله مِن الحسنات؟ قال: هي من أكبرِ الحسناتِ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ ইবনু জাবালকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, 'হে মুআজ, আল্লাহকে ভয় করো, মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করো। আর যদি তুমি কোনো পাপ কাজ করে ফেলো, তাহলে তার পরপরই একটি নেক কাজ করো।' মুআজ বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কি নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটি সবচেয়ে বড় নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত।'

মুআজকে দেওয়া নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উপদেশটি ইবনু উমর-সহ অন্যান্য অনেকের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে কার্যকরী আমল কী?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করা এবং সুন্দর আচরণ করা।'

এই হাদিসটি ইমাম আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিজি এবং ইবনু হিব্বান তার *সহিহ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি ও ইবনু হিব্বান এটিকে সহিহ বলে ঘোষণা করেছেন।[৬]

মুআজের প্রতি নবিজির এই উপদেশটি এক মহান উপদেশ, যা আল্লাহর অধিকার এবং তাঁর বান্দাদের অধিকারকে একত্রে উল্লেখ করছে। আল্লাহর বান্দাদের ওপর আল্লাহর অধিকার হলো, তারা যেন আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় পায়, তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তাকওয়া হলো, মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম এবং শেষ তথা উপদেশ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

[৬] ইমাম ইবনু মাজাহ তার *সুনান* গ্রন্থে (৪৭৬) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির সম্পূর্ণ তাখরিজ (সনদ পর্যালোচনা) সেখানে পাওয়া যাবে।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا.

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। আমি তোমাদের আগে কিতাবিদেরকে এবং তোমাদেরও জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যদি কুফর অবলম্বন করো, তবে (তাতে আল্লাহর কী ক্ষতি? কেননা) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। আল্লাহ সকলের থেকে বেনিয়াজ এবং প্রশংসার্হ। [সুরা নিসা, আয়াত: ১৩১]

যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো

তাকওয়ার মূলকথা হলো, বান্দা যেন তার ভয় ও আশঙ্কার বিষয় থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য একটি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তৈরি করে নেয়। সুতরাং বান্দার জন্য তার রবের প্রতি তাকওয়া অবলম্বন মানে, সে যেন তার রবের ভয়, রাগ, অসন্তুষ্টি এবং শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তৈরি করবে। প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বলতে, তার রবের আনুগত্য করা এবং তার অবাধ্যতা থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকা।

কখনো কখনো তাকওয়া আল্লাহর নামের সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য হালাল করা হয়েছে, যাতে তা তোমাদের ও কাফেলার জন্য ভোগের উপকরণ হয়। আর তোমরা যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকো, তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, যার কাছে তোমাদের সকলকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে। [সুরা মায়েদা, আয়াত: ৯৬]

তিনি আরও বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে যখন কানে কানে কথা বলো, তখন এমন বিষয়ে কানাকানি করবে না, যাতে গুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসুলের অবাধ্যতা হয়। বরং কানাকানি করবে সৎকর্ম ও তাকওয়া সম্বন্ধে এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার কাছে তোমাদের একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে। [সুরা মুজাদালা, আয়াত: ৯]

অন্য আয়াতে তিনি আরও ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, তোমরা যা-কিছু করো, সে সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত। [সুরা হাশর, আয়াত: ১৮]

যখন তাকওয়া আল্লাহর সাথে যুক্ত করা হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর রাগ ও অসন্তুষ্টি থেকে ভয় পাওয়া। এটিই সবচেয়ে বড় ভয় পাওয়ার মতো ব্যাপার, যার ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে নিজেদের মিত্র ও সাহায্যকারী না বানায়। যে এরূপ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে তাদের (জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য যদি আত্মরক্ষামূলক কোনো পন্থা অবলম্বন করো, সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ (শাস্তি) থেকে রক্ষা করেন আর তাঁরই দিকে (সকলকে) ফিরে যেতে হবে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ২৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ. كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.

জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম

[শেষ খণ্ড]

মূল

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রহ.

তাহকিক

শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.

অনুবাদ

সাদিক ফারহান

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

হাদিস নং - ৩২ ..... ৯
- অন্যায়ভাবে কারও ক্ষতি করা যাবে না.....১৫
- ওসিয়তের মাধ্যমে কারও ক্ষতি করা ১৭
- মাসআলাতুল ইলা ২০
- বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ক্রয়বিক্রয়: একটি মাসআলা.....২২
- মা ও সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো.....২৫

হাদিস নং - ৩৩ ..... ৪০
- যে দাবি তুলবে, তার দলিল দিতে হবে.....৪১
- বাদী ও বিবাদীর পরিচয় ৪৬
- এক জন সাক্ষী, এক জনের শপথ.....৫১
- বিবাদীর কর্তব্য শপথ করা ৫৬

হাদিস নং – ৩৪ ..... ৬৫
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ..... ৬৬
- জিহ্বা এবং হাত দিয়ে মন্দ কাজ প্রতিহত করা..... ৬৯
- নিজেকে অপমান করা মুমিনের স্বভাব নয় ৭৯
- ইমানের সর্বনিম্ন স্তর ৮৩

হাদিস নং - ৩৫ ..... ৮৮
- হিংসা করো না ৯২
- তোমরা ‘নাজাশ’ করো না ৯৭
- পরস্পরে বিদ্বেষ রেখো না..... ১০০
- আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করা ১০৬
- সম্পর্ক ছিন্ন করো না..... ১০৮
- সম্পর্কচ্ছিন্নতা কি সালাম দিয়েই শেষ হয়? ১১০
- চলমান চুক্তিতে বাঁ-হাত দেওয়া নয় ১১১

- তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও..... ১১৩
- মুসলমান মুসলমানের ভাই..... ১১৪
- তাকওয়া থাকে এখানে..... ১১৯
- মুমিনের জান-মাল-সম্মান রক্ষা করো..... ১২৭

হাদিস নং - ৩৬ ..... ১৩৩
- মুমিনের কষ্ট দূর করে দিন..... ১৩৬
- অসচ্ছলের প্রতি সহনশীল হোন..... ১৪৪
- মুমিনের দোষ গোপন রাখুন..... ১৪৬
- মুমিন বান্দার সহযোগিতা করুন..... ১৫১
- ইলম অর্জনে নেমে পড়ুন..... ১৫৫
- আল্লাহর কিতাব পড়ো ও প্রচার করো..... ১৬২
- আমল পিছিয়ে দিলে বংশ এগিয়ে দিতে পারে না..... ১৭৬

হাদিস নং - ৩৭ ..... ১৮১
- নেক কাজ করা..... ১৮৫
- মন্দ কাজ করা..... ১৯২
- নেক কাজের নিয়ত করা..... ১৯৬
- পাপ কাজের নিয়ত করা..... ২০০
- পাপচিন্তার জবাবদিহিতা..... ২০৩
- ইহসান: আমলের গুরুত্বপূর্ণ দিক..... ২১০
- সব কাজে ইহসান বজায় রাখো..... ২১২
- যে বান্দার ধ্বংস অনিবার্য..... ২১৭

হাদিস নং - ৩৮ ..... ২১৯
- আল্লাহর ওলিদের শত্রু বানাবেন না..... ২২৬
- ফরজ ইবাদতের প্রতি যত্নবান হোন..... ২২৯
- আল্লাহকে ভালোবাসার উপহার..... ২৪৬
- তারা চাইলে আমি দিয়ে দিই..... ২৫০
- আল্লাহ তাআলা 'দ্বিধা' করেন (!)..... ২৬০

হাদিস নং - ৩৯ ..... ২৬৬
- ভুল ও বিস্মৃতির বিধান..... ২৭৫
- জোরপূর্বক অপরাধ: ইসলামের বিধান..... ২৭৯

হাদিস নং - ৪০ ..... ২৮৮
- দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী ২৮৯
- আমরা সবাই অতিথি ২৯২
- আমরা সবাই মুসাফির ২৯৬
- সুদিন থাকতে দুর্দিনের প্রস্তুতি নাও ৩০৩

হাদিস নং - ৪১ ..... ৩১৩
- পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে ৩১৬

হাদিস নং - ৪২ ..... ৩২৬
- মাগফিরাতের কিছু বড় কারণ ৩২৯
  - মাগফিরাতের প্রথম কারণ: আশা ৩২৯
  - মাগফিরাতের দ্বিতীয় কারণ: ইস্তেগফার ৩৩৭
- ইস্তেগফারের সাথে তওবা করুন ৩৪০
- ইস্তেগফারের সর্বোত্তম পদ্ধতি ৩৪৬
  - ইস্তেগফারের তৃতীয় কারণ: তাওহিদ ৩৫২

হাদিস নং - ৪৩ ..... ৩৫৬
- মিরাস যথাযথভাবে বণ্টন করতে হবে ৩৫৭
- অতিরিক্ত অংশ পাবে আসাবা ৩৬১
- সন্তানদের উত্তরাধিকার ৩৬৪
- পিতা-মাতার উত্তরাধিকার ৩৬৭
- দাদি ও নানির উত্তরাধিকার ৩৭১
- দাদার উত্তরাধিকার ৩৭১
- একটি আয়াত ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ৩৭৩

হাদিস নং - ৪৪ ..... ৩৮১
- জন্মদান যা হারাম করে, দুধপানও তা হারাম করে ৩৮১
- জন্ম ও স্তন্যদান বিবাহ হারাম করে ৩৮২

হাদিস নং - ৪৫ ..... ৩৯০
- আল্লাহ মদ হারাম করেছেন ৩৯২
- যা খাওয়া হারাম, তা বেচাও হারাম ৩৯৪

- মৃত পশুর চর্বি ও চামড়া ব্যবহার.....৩৯৭
- পবিত্র চর্বি যদি নাপাক হয়ে যায় ৩৯৭
- মৃত পশুর অন্যান্য অংশ..... ৩৯৮
- কুকুর ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ৩৯৯
- বিড়াল বিক্রয়ের বিধান ৪০১
- অন্যান্য প্রাণী বিক্রয়ের বিধান.....৪০২
- শিকারি পাখি ও প্রাণী বিক্রয়.....৪০২
- হাতি বিক্রয় করা যাবে কি-না ৪০৩
- ভালুক ও বানর বিক্রয়..... ৪০৩
- কাফিরের মৃতদেহ বিক্রয় ৪০৩

হাদিস নং - ৪৬ .....৪০৫
- ইসলামে সর্বপ্রকার মদ ও জুয়া হারাম ৪০৫
- যে পানীয় মানুষের বুদ্ধি লোপ করে.....৪১৬
- মাতাল ব্যক্তির তালাক ও শাস্তি.....৪১৮

হাদিস নং - ৪৭ ..... ৪২১
- অতিরিক্ত আহার: সর্বরোগের মূল ৪২২
- ক্ষুধা ও দারিদ্র্য অনুভব করো ৪২৪
- কম খান, সুস্থ থাকুন.....৪২৬

হাদিস নং - ৪৮ ..... ৪৩৬
- মুনাফিক চেনার আলামত ৪৩৬
- নেফাক কী ও কত প্রকার ৪৩৮
- কথা বললে মিথ্যা বলে ৪৩৮
- প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে.....৪৩৯
- ঝগড়া হলে গালিগালাজ করে..... ৪৪৪
- প্রতিজ্ঞা করলে ভঙ্গ করে.....৪৪৫
- আমানত পেলে খেয়ানত করে ৪৪৭

হাদিস নং - ৪৯ ..... ৪৬০
- আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন ৪৬১
- মানুষের আমল তিন প্রকার ৪৬৫
- কিছু ঘটনা অস্বাভাবিক ৪৬৮

হাদিস নং - ৫০ ..... ৪৮১
- জিকির হোক বারবার, ধারাবাহিক ৪৮২
- প্রকৃত অগ্রগামী কারা ৪৮৪
- সবচেয়ে বড় পুরস্কারের দাবিদার কারা ৪৮৮
- আল্লাহর প্রিয় বান্দা, প্রিয় আমল ৪৯১
- জিকির হোক ভক্তিভরে ৪৯৭
- সকাল-সন্ধ্যার নিয়মিত জিকির ৫০৪
- ফজর ও আসর-পরবর্তী জিকির ৫০৯
- দৈনন্দিন কাজে আল্লাহর নাম নিন ৫১৩
- এসব কাজে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলুন ৫১৩
- আল্লাহর কাছে দুআ করুন ৫১৩
- কখন আল্লাহর আশ্রয় চাইবেন ৫১৪

পরিশিষ্ট ৫১৫
- দুআ করুন সংক্ষেপ ও সারগর্ভ ৫২১

হাদিস নং - ৩২

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

কেউ কারও ক্ষতি করবে না, কারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেও না।

হাদিসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত। ইমাম ইবনু মাজাহ ও দারাকুতনি-সহ অনেকে পূর্ণাঙ্গ সনদ সহকারে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তার *মুয়াত্তা* গ্রন্থে আমর ইবনু ইয়াহইয়ার সনদে তার বাবা থেকে মুরসাল হিসেবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম বাদ দিয়েছেন। তবে এর বিভিন্ন সনদ রয়েছে, যার মাধ্যমে হাদিসগুলো শক্তিশালী হয়ে যায়।[১]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তার *মুয়াত্তা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যখন একদল দাস একই লিখিত চুক্তির অধীনে থাকে, তাদের মালিক তাদের মধ্য থেকে কাউকে মুক্ত করতে চাইলে, তার সহকর্মীদের সম্মতি ও সহযোগিতা ছাড়া তা করা যাবে না, যারা তার সাথে একই চুক্তিতে জড়িত। তাতে তারা ছোট বাচ্চাও হোক না কেন, তাদের সম্মতি ছাড়া এই কাজটি করা যাবে না এবং তাদের ওপর এটি জবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না।

কারণ, হয়তো কোনো ব্যক্তি সকল দাসের পক্ষে কাজ করবে (পরিশ্রম করবে) এবং তাদের মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি (কিতাবাত) সম্পন্ন করে ফেলবে। এরপর মালিক সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করে দিচ্ছে, যার ভূমিকায় অন্য সকল দাসেরও মুক্তি নিশ্চিত হতে পারত। এতে অন্য দাসদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কারণ, মালিক হয়তো এ কাজের মাধ্যমে নিজের পক্ষে অতিরিক্ত সুবিধা নিতে চেয়েছিলেন। তাই, অন্যদের ওপর এমন জবরদস্তি চাপানো জায়েজ হবে না।

---

[১] সুনানু ইবনি মাজাহ: ২৩৪০; সুনানু দারাকুতনি ৩/৭৭; মুসনাদু আহমাদ ১/৩১৩

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কারও ক্ষতি করা যাবে না, এবং কারও ক্ষতির কারণও হওয়া যাবে না।' মানুষের দায়মুক্তি রোধ, নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

ইমাম মালিক বলেছেন, একদল দাস যদি একই চুক্তিতে বাঁধা থাকে, তাহলে তাদের মালিক বৃদ্ধ বা অসুস্থ দাসকে মুক্ত করতে পারে, যারা নিজেদের মুক্তির জন্য কিছু করতে পারে না এবং তাদের কাছে কোনো শক্তি নেই। এটি তার জন্য জায়েজ।

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ মর্মে বর্ণিত হাদিসটি ইমাম ইবনু মাজাহ উল্লেখ করেননি। তবে ইমাম দারাকুতনি, হাকেম ও বাইহাকি উসমান ইবনু মুহাম্মাদ থেকে দারাওয়ারদি–আমর ইবনু ইয়াহইয়া হয়ে তার পিতার মাধ্যমে আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، من ضارّ ضرّه الله، ومن شاقّ شقّ الله عليه.

> 'কারও কোনো ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতির বদলে ক্ষতিও করা যাবে না। যে অন্যের ক্ষতি করবে, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন এবং যে কাউকে কষ্ট দেবে, আল্লাহ তার জন্য কষ্টের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন।'[২]

হাকেম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এই ইসনাদ ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ।' ইমাম বায়হাকি বলেছেন, 'দারাওয়ারদি থেকে এই হাদিসটি শুধু উসমানই বর্ণনা করেছেন।' ইমাম মালিকের *মুওয়াত্তায়* আমর ইবনু ইয়াহিয়া তার পিতা থেকে মুরসাল (অসম্পূর্ণ সনদ) হাদিস হিসেবে এটি বর্ণনা করেছেন।[৩]

ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম মালিকের মতানুযায়ী এই হাদিসকে সঠিক বলে গণ্য করা হয় না। তিনি আরও বলেন, এই হাদিস কোনো সঠিক সনদে বর্ণিত হয়নি। তবে তিনি আবদুল মালিক ইবনু মুআজ আন-নসিবির বর্ণনা অনুযায়ী, দারাওয়ারদি থেকে এই হাদিসটি সরাসরি সনদে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ দারাওয়ারদির হাদিস বর্ণনাকে দুর্বল মনে করতেন এবং তার ওপর বিশ্বাস করতে চাইতেন না। অতএব, ইমাম মালিকের মতামতকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

---

[২] মুয়াত্তা মালেক ২/৭৪৫; সুনানু ইবনি মাজাহ, ২৩৪১; মুসতাদরাকুল হাকেম ২/৫৭।

[৩] ইবনুত-তুর্কমানি এটি অস্বীকার করে বলেছেন: 'হাদিসটি কেবল উসমান একাই বর্ণনা করেননি, বরং আব্দুল মালিক ইবনু মুআজ আন-নাসিবিও দারাওয়ারদি থেকে একইভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। আবু উমর তাঁর *আত-তামহিদ* এবং *আল-ইস্তিজকার* গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।'

প্রখ্যাত হাদিসবিশারদ খালিদ ইবনু সাদ আল-আন্দালুসি বলেন, এই হাদিসটি কোনো সঠিক সনদের ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত হয়নি।

ইমাম ইবনু মাজাহ এই হাদিসটি ফুদাইল ইবনু সুলাইমানের বর্ণনা অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন। মুসা ইবনু উকবা ফুদাইল ইবনু সুলাইমান থেকে, ইসহাক ইবনু ইয়াহিয়া ইবনুল ওয়ালিদ ও উবাদা ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো ক্ষতি বা অন্যায় করা কিংবা হতে দেওয়া যাবে না। এই সনদটি অখ্যাত কোনো কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এটি মুনকাতি তথা বিচ্ছিন্ন সনদ। ইবনুল মাদিনি আবু জুরআ-সহ অনেক হাদিসবিদ একে বিচ্ছিন্ন সনদ বলে উল্লেখ করেছেন। ইসহাক ইবনু ইয়াহিয়া সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ইসহাক ইবনু তালহা এবং তিনি উবাদা থেকে সরাসরি হাদিস শোনেননি। ইমাম আবু জুরআ, ইবনু আবি হাতিম এবং দারাকুতনি এ কথা বলেছেন। আবার অনেকের মতে, তিনি ইসহাক ইবনু ইয়াহিয়া ইবনুল ওয়ালিদ ইবনু উবাদা এবং তিনিও উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস শোনেননি। দারাকুতনিও এক বর্ণনায় এমন কথা বলেছেন।[৪]

ইসহাক ইবনু ইয়াহইয়াকে ইবনু আদি তার *কিতাবুদ-দুআফা* (দুর্বল রাবিদের) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তার সম্পর্কে বলেছেন, এই লোকের অধিকাংশ হাদিস সংরক্ষিত নয়। এমনকি বলা হয়, মুসা ইবনু উকবা কখনো তার কাছ থেকে হাদিস শোনেননি। বরং তিনি এই হাদিসগুলো আবু আইয়াশ আসাদি থেকে শুনেছেন এবং আবু আইয়াশ নিজেও অজানা একজন রাবি।[৫]

ইমাম ইবনু মাজাহও অন্য এক রেওয়ায়েতে জাবের আল-জুফি থেকে, ইকরামা থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কারও ক্ষতি করা যাবে না, কারও ক্ষতি হতে দেওয়াও যাবে না। তবে জাবের আল-জুফিকে বেশিরভাগ লোক দুর্বল বলে মনে করে। ইমাম দারাকুতনি ইবরাহিম ইবনু ইসমাইল থেকে, দাউদ ইবনুল হাসিন থেকে, ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবরাহিম ইবনু ইসমাইলকে একদল আলেম দুর্বল বলেন এবং দাউদের ইকরামা থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলোকে অবিশ্বাসযোগ্য মনে করেন।

ইমাম দারাকুতনি ওয়াকিদি থেকে বর্ণনা করেছেন, খারিজা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সুলাইমান ইবনু যায়েদ ইবনু সাবিত, আবুর রিজাল থেকে, উমরার সনদে আয়িশা

[৪] নাসবুর রায়াহ ৪/৩৮৫, কিতাবুল জারহি ওয়াত তাদিল ২/২৩৭, সুনানু দারাকুতনি ৩/১৭৬, ৪/২০২

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ ১/৩৩৩।

রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ক্ষতি করবে না, কারও ক্ষতি করতে বা হতে দেবে না।' কিন্তু ওয়াকিদি হাদিসে দুর্বল এবং তার শিক্ষককেও এ শাস্ত্রে দুর্বল বলে মনে করা হয়। ইমাম তাবারানিও কাসিম থেকে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে দুর্বল দুটি সনদে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তাবারানি রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু সালামা থেকে ইবনু ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হিব্বান থেকে, তার চাচা ওয়াসি ইবনু হিব্বান থেকে, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ইসলামে কোনো ক্ষতি নেই, কারও ক্ষতি করার অনুমতি নেই।' এই সনদটি প্রায় একই রকম এবং বিরল, তবে আবু দাউদ তার *কিতাবুল মারাসিল* গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইবনু মাগরা থেকে ইবনু ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহিয়া ইবনু হিব্বান থেকে, তার চাচা ওয়াসি থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা এই বর্ণনার সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ।[৬]

ইমাম দারাকুতনি আবু বকর ইবনু আইয়াশের সনদ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি মনে করি তিনি ইবনু আতা থেকে, তার পিতা থেকে, এবং তিনি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِهِ.

'কারও কোনো ক্ষতি করবে না, কারও ক্ষতি সহ্য করবে না, এবং তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীর দেয়ালে সামান্য কাঠের খুঁটি গেড়ে রাখতে বাধা না দেয়।'[৭]

তবে এই সনদে সন্দেহ রয়েছে এবং ইবনু আতার মূল নাম ইয়াকুব, তিনি রাবি হিসেবে দুর্বল।

কাসির ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আওফ আল-মুজানি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে এবং তিনি আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'কারও কোনো ক্ষতি করবে না, কারও ক্ষতি সহ্যও করবে না।' ইবনু আব্দুল বার বলেছেন, এই সনদ সঠিক নয়।

আমি বলব, ইমাম তিরমিজি এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম বুখারি হাদিসটির কিয়দংশ সম্পর্কে বলেছেন: এটি এই বিষয়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস।

---

[৬] কিতাবুল মারাসিল: ৪০৭।

[৭] সুনানু দারাকুতনি ৪/২২৮।

ইবরাহিম ইবনু মুনজির হিজামি এই হাদিসকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন: এটি ইবনু মুসাইয়িবের মুরসাল হাদিস থেকে উত্তম। একইভাবে ইবনু আবি উসামাও একে হাসান বলেছেন। অন্যরা, যেমন ইমাম আহমাদসহ অনেকে, এই হাদিসকে ত্যাগ করেছেন। হাদিসটির বিভিন্ন সনদ সম্পর্কে আমরা যা জানি, তা এটুকুই।

শাইখ রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু রিওয়ায়েত (হাদিস) পরস্পরকে শক্তিশালী করে। তিনি যেমন বলেছেন, বায়হাকিও কাসির ইবনু আব্দুল্লাহ মুজানি রাহিমাহুল্লাহর কিছু হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, 'যখন এগুলোকে অন্য দুর্বল সনদযুক্ত রিওয়ায়েতের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়, তখন এগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।'

শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ মুরসাল হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, 'যদি এটি অন্য কোনো তরিকে সনদযুক্ত হয়, অথবা এমন কারও কাছ থেকে বর্ণিত হয় যিনি প্রথম মুরসাল বর্ণনাকারীর শিক্ষক ছাড়া অন্যের কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।'[৮]

জুওযাজানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'যদি কোনো সনদযুক্ত হাদিস এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণিত হয় যার বর্ণনা সন্তোষজনক নয়, এবং তার সনদের দুর্বল অংশগুলোকে অন্য গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা শক্তিশালী করা যায়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে শর্ত হলো, যে সনদযুক্ত হাদিসটি আরও শক্তিশালী, সেটির সাথে এর বিরোধ যেন না হয়।'

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন এবং বলেছেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কারও কোনো ক্ষতি করো না এবং কোনো ক্ষতি সহ্য করো না।'

আবু আমর ইবনুস সালাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এই হাদিসটি দারাকুতনি রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সব মিলিয়ে এই হাদিসটির সনদ শক্তিশালী হয় এবং এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ আলেমগণ এই হাদিসটিকে গ্রহণ করেছেন এবং একে দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এই হাদিসটি এমন সব হাদিসের অন্তর্ভুক্ত, যার ওপর ইলমুল ফিকহ নির্ভর করে।' এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, এই হাদিসটি দুর্বল নয়। তবে আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।'

---

[৮] *কিতাবুর রিসালা* গ্রন্থের ১২৬৫ নম্বর থেকে ১২৭৭ নম্বর অনুচ্ছেদে তিনি বিশেষভাবে কেবল বড় সাহাবিদের মুরসাল হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বড় সাহাবিদে মুরসাল হাদিস সম্পর্কে আমি ইমাম আবু দাউদের *কিতাবুল মারাসিল* গ্রন্থের ভূমিকায় যে আলোচনা করেছি, সেটাও দেখতে পারেন।

এ অর্থেই আবু সিরমা রাহিমাহুল্লাহ নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, 'কেউ অন্যের ক্ষতি করলে আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন। আর কেউ অন্যকে কষ্ট দিলে, আল্লাহ তাকে কষ্ট দেবেন।' ইমাম আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনু মাজাহ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এটি হাসান-গারিব হাদিস।'[৯]

তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের ক্ষতি করবে অথবা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে, সে লানতগ্রস্ত।'[১০]

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কারও কোনো ক্ষতি করার বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অনুমতি নেই।' এই রিওয়ায়াতটি সঠিক। এখানে 'ضِرَارَ' শব্দটিতে হামজা নেই। অন্য একটি রিওয়ায়াতে 'إِضْرَارَ' শব্দটিতে হামজা আছে। *সুনানু ইবনি মাজাহ, সুনানু দারাকুতনি* এবং *মুওয়াত্তার* কোনো কোনো নুসখা (অনুলিপি)-তে এই রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। কেউ কেউ এই রিওয়ায়াতকে সঠিক মন্তব্য করে বলেছেন, 'ضَرَّ' এবং 'أَضَرَّ' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যরা এই রিওয়ায়াতকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, এর কোনো সঠিকতা বা গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই।

ভাষাবিদ উলামাগণ মতবিরোধ করেছেন যে, উপরোক্ত দুই শব্দ, অর্থাৎ 'ضَرَرَ' এবং 'ضِرَارَ' -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না? কেউ কেউ বলেছেন, এ দুটি শব্দ একই অর্থ বোঝায় এবং এটাই সর্বাধিক প্রচলিত মত। কিন্তু অন্যরা বলেছেন, 'ضَرَرَ'

---

[৯] হাদিসটির সনদ হাসান লি-গাইরিহি। এটি ইমাম আবু দাউদ (৩৬৩৫), তিরমিজি (১৯৪০), ইবনু মাজাহ (২৩৪২), আহমাদ ৩/৪৫৩, বাইহাকি ৬/৭০, তাবারানি *আল-মুজামুল কাবির* ২২/৮২৯, এবং দুলাবি তার *কিতাবুল-কুনা* (১/৪০) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদে লুলুয়া মওলাতুল-আনসার নামে একজন মহিলা রাবি আছেন, যিনি আবু সরমা থেকে বর্ণনা করেছেন। এই আবু সরমার মূল নাম মালিক ইবনু কাইস অথবা কাইস ইবনু সুরমা আল-মাজিনি আল-আনসারি। মহিলা রাবি লুলুয়া থেকে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হিব্বান আনসারি ব্যতীত আর কেউ হাদিস বর্ণনা করেননি।

[১০] সুনানুত তিরমিজি: ১৯৪১। হাদিসটি হাসান-গারিব। আরও দেখুন: হিলইয়াতুল আউলিয়া ৩/৪৯, তারিখে বাগদাদ ১/৩৪৪।

হলো বিশেষ্য এবং ‘ضِرَارَ’ হলো ক্রিয়া। অর্থাৎ শরিয়তে কোনো ধরনের ‘ضَرَرَ’ গ্রহণযোগ্য নয়, এবং অন্যের ওপর অধিকার ছাড়া ‘ضرر’ দেওয়াও নিষিদ্ধ।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, ‘ضرر’ হলো নিজের উপকারের স্বার্থে অন্যের ক্ষতি করা এবং ‘ضِرَارَ’ হলো নিজের কোনো উপকার ছাড়া অন্যের ক্ষতি করা। যেমন, কেউ যদি নিজের কোনো ক্ষতি নেই, তারপরও অন্যের প্রয়োজনীয় কিছু না দেয়, তাহলে এটি ‘ضِرَارَ’। ইবনু আব্দিল বার এবং ইবনুস সালাহ-সহ অনেকেই এই মতকে সমর্থন করেন।

কেউ কেউ বলেছেন, ‘ضرر’ হলো যার ক্ষতি করা উচিত বা ন্যায়ানুগ নয় তার ক্ষতি করা এবং ‘ضِرَارَ’ হলো, অনধিকারিক তরিকায় যার ক্ষতি করা হয়েছে, তার আরও বেশি ক্ষতি করা।

যাইহোক, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়সংগত অধিকার ব্যতীত অন্যের ‘ضرر’ এবং ‘ضرار’ দুটোই নিষেধ করেছেন।

অন্যায়ভাবে কারও ক্ষতি করা যাবে না

কোনো ব্যক্তিকে তার অপরাধের কারণে ক্ষতি করা, যেমন সে যদি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে থাকে, তাকে তার অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া, অথবা যদি সে অন্যের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করে থাকে, তাহলে অবিচারিত ব্যক্তি তার ক্ষতির পরিবর্তে ন্যায়বিচার চাইতে পারে। এমন ন্যায়সংগত ক্ষতি এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, কোনো নিরীহ ব্যক্তিকে বিনা কারণে ক্ষতি করা, যা শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ। এই ক্ষতি করার দুটি ধরন হতে পারে:

একটি হলো, কোনো কাজে কেবল অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে আর কোনো উদ্দেশ্য না থাকা। এটি নিঃসন্দেহে খুবই কুৎসিত এবং নিষিদ্ধ। কুরআনেও বিভিন্ন স্থানে অন্যের অন্যায় ক্ষতি করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, ওসিয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

‘তোমাদের স্ত্রীগণ যা-কিছু রেখে যায়, তার অর্ধাংশ তোমাদের—যদি তাদের কোনো সন্তান (জীবিত) না থাকে। যদি তাদের কোনো সন্তান থাকে, তবে তারা যে ওসিয়ত করে যায় তা কার্যকর করার এবং যে দেনা রেখে যায় তা পরিশোধ করার পর, তোমরা তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা-কিছু ছেড়ে যাও, তার এক-চতুর্থাংশ তারা (স্ত্রীগণ) পাবে—যদি তোমাদের (জীবিত) কোনো সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তোমরা যে ওসিয়ত করে যাও তা কার্যকর করার এবং তোমাদের দেনা পরিশোধ করার পর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। যার মিরাস বণ্টন করা হচ্ছে, সেই পুরুষ বা নারী যদি এমন হয় যে, না তার পিতা-মাতা জীবিত আছে, না সন্তান-সন্ততি আর তার এক ভাই বা বোন জীবিত থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশের হকদার হবে। তারা যদি আরও বেশিসংখ্যক থাকে, তবে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে, (কিন্তু তা) যে ওসিয়ত করা হয়েছে তা কার্যকর করার বা মৃত ব্যক্তির দেনা থাকলে তা পরিশোধ করার পর—যদি (ওসিয়ত বা দেনার স্বীকারোক্তি দ্বারা) সে কারও ক্ষতি না করে থাকে। এসব আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, সহনশীল। এসব আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। এরূপ লোক সর্বদা তাতে থাকবে আর এটা মহা সাফল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর স্থিরীকৃত সীমা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য আছে এমন শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।’ [সুরা নিসা, আয়াত: ১২-১৪]

ওসিয়তের মাধ্যমে কারও ক্ষতি করা

সাহাবি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إنَّ العبدَ ليعملُ بطاعةِ اللهِ ستِّينَ سنةً، ثم يُحضرُه الموتُ، فيضارّ في الوصيّة، فيدخل النار.

> ‘একজন বান্দা আল্লাহর আনুগত্যে ষাট বছর আমল করার পর মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু মৃত্যুর আগে ওসিয়তের ক্ষেত্রে সে কারও অন্যায় ক্ষতি করে যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ তারপর তিনি কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন।

ইমাম তিরমিজি-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এই অর্থে আরও হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১১]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, ওসিয়তের মাধ্যমে কারও ক্ষতি করা মহাপাপ। এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন।[১২]

ওসিয়তের মাধ্যমে ক্ষতি করা দুইভাবে হতে পারে: এক. কোনো ওয়ারিসকে তার নির্ধারিত হকের চেয়ে বেশি দিয়ে অন্য ওয়ারিসদের ক্ষতি করা। এ কারণেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إنَّ الله قَدْ أعطى كُلَّ ذِي حقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

> ‘আল্লাহ প্রত্যেকের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত করা যাবে না।’

দুই. অগত্যার জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করে ওয়ারিসদের হক কমিয়ে দেওয়া। এ কারণেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘এক-তৃতীয়াংশ, আবার এক-তৃতীয়াংশ অনেক।’

কোনো ওয়ারিস বা অগত্যার জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করা হলে, ওয়ারিসদের অনুমতি ছাড়া তা কার্যকর হবে না। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করতে চেয়েছেন কি না, তা বিবেচ্য নয়। তবে, যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এক-তৃতীয়াংশের

---

[১১] মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক: ১৬৪৫৫; মুসনাদু আহমাদ ২/২৭৮; সুনানু আবি দাউদ: ২৮৬৭।

[১২] মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক: ১৬৪৫৬; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা ১১/২০৪; সুনানু সাইদ ইবনু মানসুর: ৩৪৩।

বেশি অগত্যার জন্য ওসিয়ত করে ক্ষতি করতে চেয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তার এই ইচ্ছার কারণে গুনাহগার হবেন। ইবনু আতিয়্যাহ মালিকের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, এ ধরনের ওসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। অন্য মতে, এটি ইমাম আহমাদের মতাবলম্বীদের মত।

এর উদাহরণ হলো, বিবাহ বিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

‘যে নারীদের তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা তিন বার হায়েজ আসা পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে। আর যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ইমান রাখে, তবে আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা-কিছু (ভ্রূণ বা হায়েজ) সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে হালাল হবে না। এ মেয়াদের মধ্যে তাদের স্বামীগণ যদি পরিস্থিতি ভালো করতে চায়, তবে সে নারীদেরকে (নিজেদের স্ত্রী হিসেবে) ওয়াপস গ্রহণের অধিকার তাদের রয়েছে। আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে। অবশ্য তাদের ওপর

পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। তালাক (বেশির বেশি) দুবার হওয়া চাই। অতঃপর (স্বামীর জন্য দুটি পথই খোলা আছে) হয়তো নীতিসম্মতভাবে (স্ত্রীকে) রেখে দেবে (অর্থাৎ তালাক প্রত্যাহার করে দেবে) অথবা উৎকৃষ্ট পন্থায় তাকে ছেড়ে দেবে। (অর্থাৎ প্রত্যাহার না করে, বরং ইদ্দত শেষ করতে দেবে)। আর (হে স্বামীগণ!) তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীগণকে) যা-কিছু দিয়েছ, তালাকের বদলে তা ফেরত নেওয়া তোমাদের পক্ষে হালাল নয়। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা বোধ করে যে, তারা (বিবাহ বহাল রাখা অবস্থায়) আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা কায়েম রাখতে সক্ষম হবে না, তবে ভিন্ন কথা। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা করো তারা আল্লাহর সীমা প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারবে না, তবে তাদের জন্য এতে কোনো গুনাহ সেই যে, স্ত্রী মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে। এটা আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা। সুতরাং তোমরা এটা লঙ্ঘন কোরো না। যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে, তারা বড়ই জালিম। অতঃপর (স্বামী) যদি তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে সে (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী) তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য কোনো স্বামীকে বিবাহ করবে। অতঃপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাদের জন্য এতে কোনো গুনাহ নেই যে, তারা (নতুন বিবাহের মাধ্যমে) পুনরায় একে অন্যের কাছে ফিরে আসবে। শর্ত হলো তাদের প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, এবার তারা আল্লাহর সীমা কায়েম রাখতে পারবে। এসব আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা, যা তিনি জ্ঞানবান লোকদের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, তারপর তারা তাদের ইদ্দতের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন হয় তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে (নিজ স্ত্রী হিসেবে) রেখে দেবে, নয়তো তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে ছেড়ে দেবে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে এজন্য আটকে রেখো না যে, তাদের প্রতি জুলুম করতে পারবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে স্বয়ং নিজ সত্তার প্রতিই জুলুম করবে। তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে তামাশায় পরিণত কোরো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের লক্ষ্যে তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমত নাজিল করেছেন, তা স্মরণ রেখো। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখো! আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।' [সুরা বাকারা, আয়াত: ২২৮-২৩১]

এই আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, যদি কোনো পুরুষ পুনর্বিবাহের মাধ্যমে তার স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্য রাখে, তাহলে সে গুনাহগার হবে।

এটি ইসলামের প্রথম দিকের একটা পরিস্থিতির মতো, যখন তালাকের কোনো সীমা নির্ধারিত ছিল না। একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিত, তারপর ইদ্দতের সময়

প্রায় শেষ হওয়ার আগে তাকে ফিরিয়ে নিত, তারপর আবার তালাক দিত। এইভাবে সে অসীমকাল পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যেতে পারত। ফলে একজন নারী না তালাকপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকত, আবার না পুরোপুরি বিবাহিত অবস্থায়। আল্লাহ তাআলা এই অবস্থা দূর করার জন্য তালাককে তিনবারে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

ইমাম মালিকের মতে, যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তারপর কোনো গুরুতর কারণ ছাড়া তাকে তালাক দেয়, তাহলে যদি তার উদ্দেশ্য হয় স্ত্রীর ইদ্দতের মেয়াদ বাড়িয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া, তাহলে স্ত্রীকে নতুন করে ইদ্দত পালন করতে হবে না; বরং আগের ইদ্দতের বাকি সময়ই তার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি তার এমন কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে স্ত্রীকে নতুন করে ইদ্দত পালন করতে হবে।

এ বিষয়ে অন্য মতও রয়েছে। আতা, কাতাদা, প্রবীণ শাফেয়ি আলেমগণ এবং আহমাদের এক বর্ণনায় এটা বলা হয়েছে যে, স্ত্রীকে নতুন করে ইদ্দত পালন করতে হবে না। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, স্ত্রীকে নতুন করে ইদ্দত পালন করতে হবে। তাদের মধ্যে আবু কিলাবা, জুহরি, সাওরি, আবু হানিফা, পরবর্তীকালের শাফেয়ি আলেমগণ, এক বর্ণনামতে ইমাম আহমাদ, ইসহাক, আবু উবাইদ এবং আরও অনেকে এই মতের পক্ষে।

মাসআলাতুল ইলা

এর আরেক উদাহরণ হতে পারে মাসআলাতুল ইলা (الإيلاء) ইলায়ের মাসআলা। আল্লাহ তাআলা মুলি (যিনি ইলা করেছেন তথা স্বামী)-এর মেয়াদ চার মাস নির্ধারণ করেছেন। যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকার শপথ করে, তখন তার জন্য চার মাসের সময় নির্ধারিত হয়। যদি সে ফিরে আসে এবং স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে সেটা তার তওবা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সে বিরত থাকতে গোঁ ধরে এবং তাকে কোনোভাবে বাধ্য করা না যায়, তাহলে এর সমাধানে সালাফ ও খালাফের দুটি মত রয়েছে। একটি মত হলো, এই মেয়াদ পূর্ণ হলে স্ত্রী তার কাছ থেকে আপনা-আপনি তালাকপ্রাপ্ত হবে। অন্য মত হলো, তাকে অপেক্ষা করতে বলা হবে। যদি সে ফিরে আসে, তাহলে ভালো, আর না হলে তাকে তালাক দিতে বলা হবে। এমনকি, যদি কোনো পুরুষ শপথ ছাড়াই তার স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকে এবং তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে চার মাস ধরে তা অব্যাহত রাখে, তাহলে আমাদের অনেক উলামা বলেছেন, তার হুকুম ইলাকারীর মতোই হবে। তারা দাবি করেছেন, এটি ইমাম আহমাদেরও সুস্পষ্ট বক্তব্য।

তাদের মধ্যে একদল উলামা বলেছেন, যদি কোনো পুরুষ বৈধ কারণ ছাড়া চার মাস যৌনসম্পর্ক না করে এবং তার স্ত্রী এ কারণে বিচ্ছেদ চায়, তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। কারণ, আমাদের মতে, এই সময়ের মধ্যে যৌনসম্পর্ক করা তার দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। তবে তারা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, এই কাজের পেছনে স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কি-না, তা বিবেচনা করা হবে কি-না। ইমাম মালিক ও তার অনুসারীদের মতে, কোনো বৈধ কারণ ছাড়া যদি কোনো পুরুষ যৌনসম্পর্ক না করে, তাহলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। তবে, তারা সময়ের মাপকাঠি নির্ধারণের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন।

আবার, যদি কোনো পুরুষ কোনো বৈধ কারণ ছাড়া দীর্ঘদিন ভ্রমণে থাকে এবং তার স্ত্রী স্বামীর ফিরে আসার দাবি করে, কিন্তু সে তারপরও ফিরে না আসে, তাহলে ইমাম মালিক, আহমাদ এবং ইসহাকের মতে, বিচারক তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেবেন। এক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ছয় মাস এবং ইমাম ইসহাক দুই বছরকে সময়ের মাপকাঠি ধরেছেন।

বাচ্চাকে দুধ পান করানোর বিষয়টিকেও উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

‘মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর দুধ পান করাবে। এ সময়কাল তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। সন্তান যে পিতার তার কর্তব্য ন্যায়সম্মতভাবে মায়েদের খোরপোশের ভার বহন করা। (হ্যাঁ) কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে ক্লেশ দেওয়া হয় না। মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং পিতাকেও তার সন্তানের কারণে নয়। অনুরূপ দায়িত্ব ওয়ারিসের ওপরও রয়েছে। অতঃপর তারা (পিতা-মাতা) পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে (দু বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই) যদি দুধ ছড়াতে চায়, তবে তাতেও তাদের কোনো গুনাহ নেই। তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদেরকে কোনো ধাত্রীয় দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই—

> যদি তোমরা ধার্যকৃত পারিশ্রমিক (ধাত্রীমাতাকে) আদায় করো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ ভালোভাবে দেখছেন।

মুফাসসির মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'লা তুদাররা ওয়ালিদাতুন বিওলাদিহা' (একজন মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না) কথাটার অর্থ হলো, শিশুকে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনো মাকে বাধা দেওয়া যাবে না, যদি তা তার জন্য দুঃখজনক হয়।[১৩]

আতা, কাতাদা, জুহরি, সুফিয়ান, সুদ্দিসহ অনেক আলেম বলেন, যদি একজন মাতা অন্য নারীদের সমান বেতন গ্রহণ করতে রাজি হয়, তাহলে সে তার শিশুকে দুধ খাওয়ানোর বেশি অধিকার রাখে। এমনকি যদি সে পরবর্তী কোনো স্বামীর সাথে গর্ভবতীও থাকে। এটিই ইমাম আহমাদের মত।

প্রসিদ্ধ অন্য একটি মত হলো, যদি একজন মা পরবর্তী স্বামীর সাথে গর্ভবতী অবস্থায় থাকে, তাহলে পূর্বের স্বামী শিশুকে দুধ খাওয়ানো থেকে নিষেধ তাকে করতে পারবে। শর্ত হলো, অন্য কোনো নারী থেকে শিশুকে দুধ খাওয়ানো সম্ভব হতে হবে। যদি নতুন ভিন্ন নারীর দ্বারা বাচ্চার দুধের চাহিদা পূরণ করা না যায়, তাহলে স্বামী মাকে বাধা দিতে পারবে না। এটিই ইমাম শাফেয়ি ও তাঁর অনুসারীদের মত। তবে শুধু স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এ কাজ সে কিছুতেই করতে পারবে না।

এই আয়াতের ভিত্তিতে, ইমাম আহমাদের মতে, তালাকপ্রাপ্তা একজন মহিলা যদি তার সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর জন্য সমান মূল্যের বিনিময়ে দাবি করে, তাহলে স্বামীকে তার সেই দাবি মেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে, অন্য কোনো নারী পাওয়া যায় কি না, তা বিবেচ্য নয়।

কিন্তু যদি তিনি সমান মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দাম দাবি করে এবং স্বামী সমান মূল্যে অন্য কোনো নারীকে খুঁজে পায়, তাহলে স্বামীর জন্য তার দাবি মেনে নেওয়া জরুরি না। কারণ এখানে মহিলাটি স্বামীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এমন দাবি করছে। এ বিষয়েও ইমাম আহমাদ স্পষ্ট মত দিয়েছেন।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ক্রয়বিক্রয়: একটি মাসআলা

এ প্রসঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ের একটি মাসআলা উল্লেখ করা যায়। সেটা হলো, অনন্যোপায় দরিদ্র ব্যক্তির কাছে স্বাভাবিকভাবে পণ্য বিক্রি করা জায়েজ নেই। ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ এক হাদিসে উল্লেখ করেছেন:

---

[১৩] তাফসিরে মুজাহিদ ১/১০৯; জামিউল বায়ান: ৪৯৭৪।

أَنَّه خطب النَّاسَ، قَالَ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ.

আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের খুতবা দিতে গিয়ে বলেন, 'মানুষের ওপর এমন এক কঠিন সময় আসবে, যখন সমৃদ্ধ (সচ্ছল) লোক নিজের কাছে থাকা জিনিস কামড়ে ধরে রাখবে। কিন্তু এর কোনো অনুমতি ইসলামে নেই।[১৪]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

'এতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে, তোমরা স্ত্রীদেরকে এমন সময়ে তালাক দেবে যে, তখনও পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করোনি এবং তাদের মোহরও ধার্য করোনি। (এরূপ অবস্থায়) তোমরা তাদেরকে কিছু উপহার দিয়ো—সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য

---

[১৪] সুনানু আবি দাউদ: ৩৩৮২। বনু নাইমের একজন শাইখ থেকে বর্ণিত, আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আমাদের খুতবা দিয়েছিলেন..., এরপর তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ (১/১১৬) এবং বাগাবি (২১০৪)-ও এটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর সনদ দুর্বল।

ইমাম খাত্তাবি তার *মাআলিমুস সুনান* গ্রন্থে (৩/৮৭) বলেন, একজন ব্যক্তির জবরদস্তি ক্রয়-বিক্রয় করার দুটি কারণ হতে পারে:

- **প্রথমত:** তাকে জোর করে কোনো চুক্তি করতে বাধ্য করা হয়। এমন চুক্তি বাতিল এবং অবৈধ।
- **দ্বিতীয়ত:** কোনো ঋণ বা দায়ের কারণে সে জবরদস্তি বিক্রয় করে। অর্থাৎ, সে জরুরি প্রয়োজনে তার সম্পত্তি কম দামে বিক্রয় করতে চায়।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সমাজের মর্যাদা রক্ষার জন্য এভাবে জবরদস্তি বিক্রয় করা উচিত নয়। পরিবর্তে তার সাহায্য করা উচিত, তাকে ঋণ দেওয়া উচিত এবং ভালো দিনের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। তবে, যদি জরুরি প্রয়োজনে এভাবে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়, তাহলে অনেকের মতে এটি বৈধ হবে; বাতিল হবে না। এই হাদিসের সনদে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছেন, যার পরিচয় জানা যায় না। তবে, সাধারণত আলেমরা এ ধরনের জবরদস্তি বিক্রয়কে পছন্দ করেন না।

অনুযায়ী। উত্তম পন্থায় এ উপঢৌকন দিয়ো। এটা সৎকর্মশীলদের প্রতি এক অত্যাবশ্যক করণীয়। তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দাও এবং তোমরা (বিবাহকালে) তাদের জন্য মোহর ধার্য করে থাকো, তবে যে পরিমাণ মোহর ধার্য করেছিলে তার অর্ধেক (দেওয়া ওয়াজিব)। অবশ্য স্ত্রীগণ যদি ছাড় দেয় (এবং অর্ধেক মোহরও দাবি না করে) অথবা যার হাতে বিবাহের গ্রন্থি (অর্থাৎ স্বামী) সে যদি ছাড় দেয় (এবং পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়), তবে ভিন্ন কথা। যদি তোমরাই ছাড় দাও, তবে সেটাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। আর পরস্পরে ঔদার্যপূর্ণ আচরণ ভুলে যেয়ো না। তোমরা যা-কিছুই করো, আল্লাহ তা নিশ্চিত দেখছেন।' [সুরা বাকারা, আয়াত: ২৩৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদগ্রস্ত লোকের সাথে বিনিময় চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন। ইসমাইলি রাহিমাহুল্লাহ এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং আরও যোগ করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن كان عندكَ خيرٌ تعودُ به على أخيك، وإلَّا فلا تزيدنَّه هلاكًا إلى هلاكه.

'যদি তোমার কাছে ভালো কোনো জিনিস থাকে, যা তুমি তোমার ভাইয়ের কল্যাণে ব্যয় করতে পারো, তাহলে তা সেটা করো; নাহয় তার বিপদ আরও বৃদ্ধি করো না।'

আবু ইয়ালা মুসিলি রাহিমাহুল্লাহ হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একই মর্মে একটি মুরসাল হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনু মুকিল বলেছেন: 'অনন্যোপায় লোকের কাছে লাভে দ্রব্য বিক্রি করা রিবা (সুদ)।'

হারব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, একজন জরুরি প্রয়োজনে পড়া ব্যক্তির কাছে কিছু লাভে বিক্রি করা জায়েজ হবে কি-না? তিনি তা অপছন্দ করেছিলেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "কেন?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "সে তোমার কাছে এসেছে, যখন সে খুবই দরকারে পড়েছে। অথচ তুমি তাকে দশ টাকার মাল বিশ টাকায় বিক্রি করছ।"'

আবু তালিব বলেছেন, 'ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'যদি সে দশ টাকার মালে পাঁচ টাকা লাভ করে, তাহলে তা কি অপছন্দনীয়?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' সাথে বললেন, 'আবার যদি ক্রেতা একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি না হয় এবং তাকে বোকা বানিয়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি করা হয়, তাহলেও তা জায়েজ নয়।' আহমাদ বলেছেন, 'খিলাবা (ঠকানো) মানে হলো প্রতারণা। এমন কিছুতে কাউকে ঠকানো, যাতে সাধারণ মানুষ একে অপরকে ঠকায় না। যেমন, সে এক দিরহামের মাল পাঁচ

দিরহামে বিক্রি করে। মালিকি ও হাম্বলি মাজহাব অনুসারে, ক্রেতার এই বিক্রয় বাতিল করার অধিকার রয়েছে।'

যদি কারও অর্থের প্রয়োজনে পড়ে এবং তাকে কেউ ঋণ না দেয়, ফলে সে একজন বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য পরিশোধের মেয়াদে একটি পণ্য কিনে নেয় এবং তার উদ্দেশ্য থাকে, সেই পণ্যটি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করা, এমন মাসআলায় সালাফের দুটি মত রয়েছে। এক রায়ে ইমাম আহমাদ এটিকে জায়েজ বলেছেন। আরেক রায়ে তিনি বলেছেন, 'আমি ভয় করি, হতে পারে সে অনন্যোপায়।' যদি সেই ব্যক্তি সেই পণ্যটি বিক্রেতার কাছ থেকে কিনে তার কাছেই লাভে বিক্রি করে, তাহলে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এই কাজকে হারাম বলে মনে করেন। মালিকি, হানাফি এবং হাম্বলি মাজহাব-সহ অন্যান্য মাজহাবও একে হারাম বলে অভিহিত করেছে।

মা ও সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কারও ক্ষতিসাধনের আরেক প্রকার হলো, মা ও সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। যদি সন্তান ছোট হয়, তাহলে এটি সর্বসম্মতভাবে হারাম। আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

> 'যে ব্যক্তি কোনো মা ও তার সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার ও তার প্রিয়জনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন।'[১৫]

যদি মা এতে রাজি হয়, তাহলে এর অনুমতিযোগ্যতা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। আইনশাস্ত্রে চুক্তির মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি-সংক্রান্ত অনেক বিষয় রয়েছে, এটি কেবল তার একটি উদাহরণ।

অন্যের ক্ষতিসাধনের আরেকটি প্রকার হলো, কোনো শরিয়তসম্মত উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের ক্ষতি করা। যেমন, কেউ যদি নিজের সম্পত্তি এমনভাবে ব্যবহার করে যে, তাতে তার নিজের উপকার হয় কিন্তু অন্যের ক্ষতি হয়, অথবা অন্যকে তার নিজস্ব সম্পত্তি ব্যবহার করতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এমনটা করার সুযোগ নেই।

---

[১৫] মুসনাদু আহমাদ ৫/৪১৪; সুনানুত তিরমিজি: ১২৮৩; সুনানু দারাকুতনি ৩/৬৭। হাকেম রাহিমাহুল্লাহ একে সহিহ বলেছেন (আল-মুসতাদরাক ২/৫৫), তবে ইমাম জাহাবি এ প্রসঙ্গে কোনো মতামত দেননি। ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান-গারিব। সুন্দর তবে বিরল।